» বর্ষ ১, সংখ্যা ১২

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

» ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ২০২০
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন

লকডাউন পরবর্তী পর্যায়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, সঠিক নীতি নির্দেশিকা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের মধ্য দিয়ে সরকার প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুতগতিতে অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন নিশ্চিত করেছে

ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতে সংস্কার শুরু

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন-কি-বাত এ বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের মধ্য দিয়ে কৃষকদের ক্ষমতায়ন হয়েছে। তিনি জনসাধারণকে তাঁদের প্রাক্তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন

কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার : সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্ন বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত করা গেছে, একই সঙ্গে তাঁদের নতুন অধিকার ও সুযোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই নতুন অধিকারগুলি কৃষকদের বিভিন্ন ভাবনা থেকে মুক্ত করেছে। মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার কৃষক জিতেন্দ্র ভৈজীর নতুন এই কৃষি আইন বিশেষ কাজে এসেছে। তিনি ভুট্টার চাষ এবং সেই ফসল ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য তাঁকে অগ্রিম অর্থও দেওয়া হয়। ঠিক হয়েছিল যে, বকেয়া টাকা তিনি ১৫ দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। কিন্তু পরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, জিতেন্দ্র জি বাকি টাকা ৪ মাসেও পান নি। এই পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বরে পাশ হওয়া নতুন কৃষি আইন তার কাজে এলো। এই আইনে বলা আছে, ফসল কেনার ৩ দিনের মধ্যে কৃষককে পুরো দাম দিতে হবে, যদি এই মূল্য দেওয়া না হয়, তাহলে কৃষক অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি : প্রত্যেক ভারতবাসীর এটা জেনে গর্ব হবে যে, দেবী অন্নপূর্ণার একটি খুব পুরোনো প্রতিমা কানাডা থেকে ভারতে ফিরে আসছে। প্রায় ১০০ বছর আগে ১৯১৩ সালের কাছাকাছি সময়ে এই প্রতিমা বারাণসীর একটি মন্দির থেকে চুরি করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাতা অন্নপূর্ণার কাশীর সঙ্গে বিশিষ্ট একটি সম্বন্ধ আছে।

ভার্চুয়াল গ্যালারী : অনেক সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থাগার নিজেদের সংগ্রহকে এখন ডিজিটাল করছে। দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায় ১০টি ভার্চুয়াল গ্যালারী তৈরির মতো প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ব্রাজিলের বেদান্ত প্রতিষ্ঠান : ব্রাজিলের জনসাধারণকে জোনেস মেসেত্তি, যিনি বিশ্বনাথ নামে পরিচিত, বেদান্ত এবং শ্রীমৎ ভাগবত গীতা পড়ান। রিও ডি জেনিরোর পেট্রোপোলিস পাহাড়ে বিশ্ববিদ্যা নামে একটি সংস্থা তিনি পরিচালনা করেন।

গুরুনানক জয়ন্তী : গুরু নানক দেবজির ৫৫১তম প্রকাশ পর্ব ৩০শে নভেম্বর উদযাপিত হয়েছে। তিনি তার আধ্যাত্মিক যাত্রার উদাসী পর্বে লাখপত গুরুদোয়ারা সাহেবে থেকে ছিলেন। ২০০১-এর ভূমিকম্পে এই গুরুদোয়ারার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এটা গুরুসাহেবের কৃপা যে আমি এই গুরুদোয়ারার বৈভব ও পূর্ণ গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে সংস্কারের কাজ করতে পেরেছি।

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় : আইআইটি গুয়াহাটি, দিল্লি, গাদ্ধীনগরের দীনদয়াল পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লির জেএনইউ, মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমি গত কয়েক দিনে যোগাযোগ করতে পেরেছি। দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকতে পারলে মন তরতাজা ও উজ্জীবিত হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিসর এক ধরণের মিনি ইন্ডিয়া।

প্রাক্তনীদের অবদান : স্কুল বা কলেজ থেকে বেরোনোর পরেও দুটি বিষয় কখনো শেষ হয় না। প্রথম – আপনার শিক্ষার প্রভাব এবং দ্বিতীয় – নিজের স্কুল – কলেজের সঙ্গে আপনার আত্মিক যোগাযোগ। যখন প্রাক্তনীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ে তাঁদের স্মৃতির মধ্যে বইপত্র, পড়াশোনার থেকেও ক্যাম্পাসে কাটানো সময়, বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো বেশি করে উঠে আসে। আর সেই স্মৃতির মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু করার ইচ্ছা। যেখানে আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে, তার উন্নতির জন্যে আপনি যদি কিছু করেন, তার থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে ?

শ্রী অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা : শ্রী অরবিন্দের প্রয়াণ দিবস ৫ই ডিসেম্বর। শ্রী অরবিন্দকে আমরা যত পড়ি, ততই গভীরতা খুঁজে পাই। আজ যখন আমরা "ভোকাল ফর লোকাল" অভিযানে সামিল হয়ে অগ্রসর হচ্ছি, তখনও শ্রী অরবিন্দের স্বদেশী দর্শন আমাদের পথ দেখায়। ■

মন-কি-বাত শোনার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বর্ষ ১ সংখ্যা ১২ ১৬ -৩১ ডিসেম্বর, ২০২০

সম্পাদক
কুলদীপ সিং ধাতওয়ালিয়া
মুখ্য মহানির্দেশক, পিআইবি, নতুন দিল্লি

উপদেষ্টা-সম্পাদক
বিনোদ কুমার
সন্তোষ কুমার

সহকারী উপদেষ্টা-সম্পাদক
শরৎ কুমার শর্মা

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মহানির্দেশক, বিওসি
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

মুদ্রণ
ভিবা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
সি - ৬৬/৩ , ওখলা পিএইচ -২,
নতুন দিল্লি - ১১০০২০

পরিবেশক
ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
তৃতীয় তল, সূচনাভবন, নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

RNI No. : DELBEN/2020/78825

response-nis@pib.gov.in

সূচিপত্র

»১ সম্পাদকীয় » পৃষ্ঠা ০২
»২ চিঠিপত্র » পৃষ্ঠা ০৩
»৩ সংক্ষিপ্ত সংবাদ » পৃষ্ঠা ০৪-০৫
»৪ করোনার বিরুদ্ধে লড়াই » পৃষ্ঠা ০৬-০৭
»৫ সুপ্রশাসন দিবস » পৃষ্ঠা ০৮-১০
»৬ ব্যক্তিত্ব » পৃষ্ঠা ১১
»৭ শক্তি সুরক্ষা » পৃষ্ঠা ১২-১৪
»৮ পরিকাঠামো » পৃষ্ঠা ১৫
»৯ কৃষি » পৃষ্ঠা ১৬-১৭
»১০ প্রকাশ উৎসব » পৃষ্ঠা ১৮-১৯
»১১ প্রচ্ছদ কাহিনী » পৃষ্ঠা ২০-২৯
»১২ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য » পৃষ্ঠা ৩০-৩১
»১৩ সুবিধা » পৃষ্ঠা ৩২
»১৪ ঘটনাক্রম » পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪
»১৫ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত » পৃষ্ঠা ৩৫
»১৬ ইতিবাচক উদ্যোগ » পৃষ্ঠা ৩৬

সম্পাদকীয়

সাদর নমস্কার,

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ এখন একটি নির্ণায়ক পর্যায়ে পৌঁছেছে, বিজ্ঞানীরা দেশীয় কোভিড – ১৯ টিকা উদ্ভাবনের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেশের ৩টি টিকা উদ্ভাবন কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনেকের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এর ফলে দেশের মানুষের পাশাপাশি সারা বিশ্ব আশান্বিত হয়েছে। কিভাবে টিকা মানুষের কাছে পৌঁছাবে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের এই পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সংস্করণের প্রচ্ছদ কাহিনীতে সরকারের বিভিন্ন উদ্ভাবনের মাধ্যমে মহামারীর সময়ে কিভাবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার হচ্ছে, সে বিষয়টি স্থান পেয়েছে. মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা সরকারের উদ্যোগ এবং কৌশলের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

"জান ভি আউর জাহান ভি" এই ভাবনায় সঙ্কটকে সুযোগে পরিণত করা হয়েছে। সরকারের আবারও অর্থনীতির বিকাশের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। প্রচ্ছদ কাহিনীতে সে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা পাঠকদের কাছে অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলি সহজভাবে তুলে ধরার সময় বলেছেন, সরকার দীর্ঘ মেয়াদী নানা উদ্যোগের ভিত্তিতে কেবল সতর্কই নয়, আশাবাদীও বটে। এই সংস্করণে ২৫শে ডিসেম্বর মহামনা মদন মোহন মালব্য এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। বাজপেয়ী জির জন্মদিনটিকে দেশ, সুপ্রশাসন দিবস হিসেবে পালন করে। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বই সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর মতামত এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত অন্যান্য বিভাগগুলিও রয়েছে।

আপনাদের মতামত ও পরামর্শের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছি।

আপনাদের মতামত পাঠান :
ঠিকানা : ব্যুরোঅফআউটরিচএবংকমিউনিকেশন, তৃতীয়তল, সূচনাভবন, নতুনদিল্লি – ১১০০০৩
ইমেল : response-nis@pib.gov.in

(কে এস ধাতওয়ালিয়া)

চিঠিপত্র

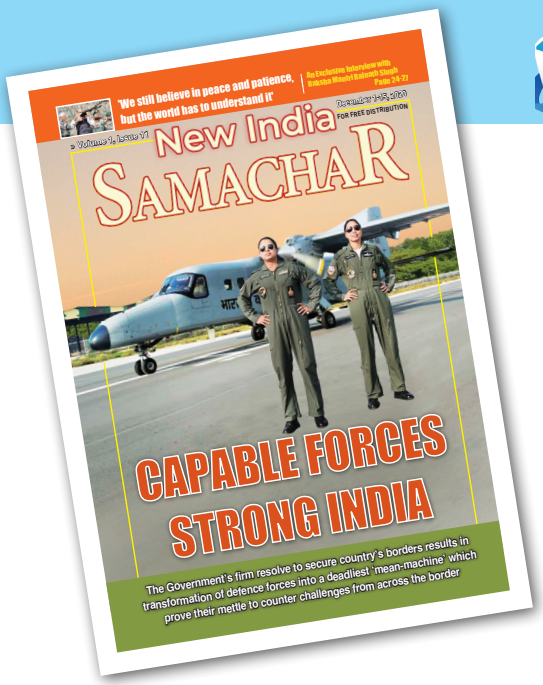

প্রথমেই আমি আপনাদের এই পাক্ষিক পত্রিকা নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের জন্য সকলকে অভিনন্দন জানাই।
আমার কাছে ডিসেম্বর মাসের সংস্করণটি হঠাৎই চলে এসেছিল। তথ্যবহুল বিষয়বস্তু দেখে আমি চমকে গেছি। দয়া করে ভবিষ্যতেও আমার মেইল আইডিতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন। এর জন্য কোনো অনুদান লাগলে, সেটিও জানাবেন।
এই পত্রিকার কোনো মুদ্রিত সংস্করণ আছে কি না, আমি জানতে চাই। যদি থাকে তাহলে আমার মায়ের জন্য মালয়ালি ভাষায় সংস্করণটি আমি পেতে চাই।

santosh@fibre2fashion.com

এধরণের তথ্যবহুল পত্রিকা প্রকাশের জন্য আমি আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমার পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা, যারা ডিজিটাল সংস্করণ পড়তে পারেন না, তাঁদের জন্য নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের অনুদান দিতে চাই। দয়া করে এর পদ্ধতিটি জানাবেন।

bablupavitra@gmail.com

এই পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। এই সংস্করণটি চমৎকার ছিল। বিভিন্ন ধরণের খবরে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। দয়া করে আমাকে নিয়মিত এই পত্রিকা পাঠাবেন।

iamchilwal@gmail.com

এধরণের সুন্দর এবং তথ্যবহুল ম্যাগাজিনের প্রকাশের জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

ashishkalyane1986@gmail.com

এমন একটি তথ্যবহুল ম্যাগাজিনের জন্য আমি, নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের কাছে অনুরোধ, যারা এই ম্যাগাজিনের মুদ্রিত সংস্করণ পেতে চান, তাদের সেটি পাঠান।

mayadharmishraa@gmail.com

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের ডিজিটাল সংস্করণের একজন নিয়মিত পাঠক। এই ম্যাগাজিনটি সত্যিই তথ্যবহুল।

এই প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের মুদ্রিত সংস্করণ অন্তত ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু চিঠিপত্র থেকে বুঝতে পারছি, এই ম্যাগাজিনের মুদ্রিত সংস্করণ আছে।
এই কারণে আমি আমার ঠিকানায়, আমার নিজের জন্য এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য ইংরেজি ভাষার মুদ্রিত সংস্করণটি পেতে চাই। এর ফলে বিভিন্ন তথ্য এবং রেকর্ড সম্পর্কে জানতে পারবো। এর জন্য যে অনুদান দিতে হবে, সেটি দিতে আমি প্রস্তুত।

ritabrata446@gmail.com

উমঙ্গ-এর প্রসার

ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী, পর্যটক ও প্রবাসী ভারতীয়রা এখন থেকে ইউনিফায়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ফর নিউ এজ গভর্ন্যান্স – উমঙ্গ অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেদারল্যান্ডস, সিঙ্গাপুর ও নিউজিল্যান্ডে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। ২০১৭র নভেম্বরে চালু হওয়া এই অ্যাপে ১৬৩ রকমের ফিচার রয়েছে। বিভিন্ন সরকারী পরিষেবা এবং বিল, এর মাধ্যমে মেটানো যাবে। ২৭টি রাজ্যে ইপিএফ, প্যান, ডিজিলকার, গ্যাস বুক করার মতো ৮৬০টি সরকারী পরিষেবা এবং বিল ও চালান মেটানোর মতো ১১৮০ রকমের পরিষেবা এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। ভারতে এপর্যন্ত ৩.৭৫ কোটি মানুষ এই অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন। অন্যান্য দেশেও এখন এর সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তামিলনাড়ুর একটি মন্দির থেকে চুরি হওয়া মূর্তি লন্ডন থেকে উদ্ধার

দেশের প্রাচীন স্থাপত্য সংরক্ষণের জন্য সরকার, নিরলসভাবে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি এক্ষেত্রে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। নতুন দিল্লিতে ১৮ই নভেম্বর তামিলনাড়ু সরকারের মূর্তি বিভাগকে ভগবান রাম, লক্ষ্মণ ও দেবী সীতার ত্রয়োদশ শতকের বোঞ্জের মূর্তি হস্তান্তরিত করা হয়েছে। শ্রী রাজাগোপাল বিষ্ণু মন্দির থেকে ১৯৭৮ সালে এই মূর্তিগুলি চুরি গিয়েছিল। ব্রিটেনে ভারতীয় হাইকমিশনকে ১৫ই সেপ্টেম্বর লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ এই মূর্তিগুলি ফেরৎ দিয়েছে। তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনম জেলার আনন্দমঙ্গলমে বিজয়নগর যুগে এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল।

তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির অর্থ বৃদ্ধি

ন্যাশনাল ওভারসিস স্কলারশিপ স্কীম ফর সিডিউল্ড কাস্ট স্টুডেন্টস প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। সরকারের দূর্বল ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়নে সাহায্য করার নীতি এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। ২০২০ – ২১ এ যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী আন্তর্জাতিক স্তরে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য এই ঘোষণা করা হয়েছে। এই বৃত্তি পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। আগে যা ৫৫ শতাংশ পেলেই হতো।

দেশজুড়ে ৫০ হাজারেরও বেশি আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু রয়েছে

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য – আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় ৫০ কোটি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ায় একটি নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে। এখন ৫০ হাজারের বেশি আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যকেন্দ্র কাজ করছে। ২০২২ সালের মধ্যে মোট দেড় লক্ষ এধরণের স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ৬৭৮টি জেলায় ২৭,৮৯০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৮,৫৩৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৩৫৯৯টি শহরাঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

টপ টু টোটাল অপারেশন গ্রীণস প্রকল্পে পরিবহনের ভর্তুকি

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক, কৃষকদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। টপ টু টোটাল অপারেশন গ্রীণস প্রকল্প এরকমই একটি উদ্যোগ। এই প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞাপিত ফলমূল ও শাক-সব্জি পরিবহণ ও সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রক, ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেয়। কিষাণ রেল প্রকল্পেও ভর্তুকি পাওয়া যায়। এখন উত্তর – পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলি থেকে বিমানে ফলমূল, শাক-সব্জি পরিবহণের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পিএম স্বনিধি প্রকল্পে, রাস্তার হকারদের কাছে পৌঁছচ্ছে ব্যাঙ্ক

রাস্তার হকারদের জন্য পিএম স্বনিধি প্রকল্পে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এপর্যন্ত হকারদের সুবিধার জন্য ৭,৮৮,৪৩৮টি ঋণের প্রস্তাব অনুমোদন করে সেই অর্থ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ২৭,৩৩,৪৯৭টি ঋণের আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে ১৪,৩৪,৪৩৬টি আবেদনপত্র অনুমোদিত হয়। যে সব হকাররা কোভিড – ১৯ লকডাউনের কারণে তাদের এলাকায় ফিরে গেছেন, সেই সব হকারদের জন্যই এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে।

"ইন্ডিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ নলেজ পোর্টাল"– এর সূচনা

পরিবেশন, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, সরকারের পরিবেশ রক্ষা করার অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করতে "ইন্ডিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ নলেজ পোর্টাল"–এর সূচনা করেছে। এখান থেকে বিভিন্ন মন্ত্রকের নানা উদ্যোগের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে। ভারতের জলবায়ু সংক্রান্ত পরিস্থিতি, জাতীয় নীতির বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ, এনডিসি-র জন্য ভারতের প্রয়াস, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা, জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আলোচনা, নানা প্রতিবেদন –এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর এর সূচনা করে বলেছেন, দেশ, ২০২০'র আগেই জলবায়ু সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে। https://www.cckpindia.nic.in/ এই লিঙ্কে ক্লিক করে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানুন।

প্রগতির বৈঠকে ১.৪১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের পর্যালোচনা হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ই-গর্ভন্যান্স সংক্রান্ত মাসিক বৈঠক – প্রগতিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলিকে নিয়ে আলোচনা করেন। ২৫শে নভেম্বর ৩৩তম বৈঠকে ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ১.৪১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের পর্যালোচনা করা হয়েছে। রেল, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রকের প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, গুজরাট, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে এই প্রকল্পগুলির কাজ চলছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলির সচিবদের প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোভিড – ১৯ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ এবং পিএম আবাস যোজনার বিষয়ে নানা অভিযোগ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ■

কোভিড – ১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত নির্ণায়ক পর্যায়ে রয়েছে

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলেছে। ২০২০র শুরুতে বিভিন্ন দেশে এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়। এর ফলে সারা পৃথিবীর জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। তবে, বছরের শেষে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটি দেশীয় টিকা আশা জাগাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টিকার উদ্ভাবনের বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি নভেম্বরে আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ ও পুণের টিকা উদ্ভাবন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন

বিশ্বের ৬০ শতাংশ টিকা ভারতে তৈরি হয়। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বের জন্য ভারত, আশার একটি জায়গা তৈরি করেছে। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রায় ২১২টি টিকা উদ্ভাবনের কাজ চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, ২১২টি টিকার মধ্যে ৪৮টি টিকার পরীক্ষা – নিরীক্ষা চলছে। আর ১৬৪টি টিকা পরীক্ষা – নিরীক্ষার আগের পর্যায়ে রয়েছে।

যেগুলির পরীক্ষা – নিরীক্ষা হচ্ছে, তার মধ্যে ১১টি টিকার পরীক্ষা তৃতীয় স্তরে রয়েছে। ৩টি টিকা দ্বিতীয় স্তরে আছে। ১/২ পর্যায়ে কমপক্ষে ১৩টি ও প্রথম পর্যায়ে ২১টি টিকা রয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতির কারণে ৬টি টিকাকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ভারতে, কোভিড – ১৯ এর টিকা নিয়ে আমেদাবাদের জাইডাস বায়োটেক পার্ক, হায়দ্রাবাদের ভারত বায়োটেক এবং পুণের সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া(এসআইআই) কাজ করছে। আত্মনির্ভর ভারত ৩.০ প্যাকেজে কোভিড – ১৯ এর টিকা নিয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, ২৮শে নভেম্বর আমেদাবাদের জাইডাস বায়োটেক পার্ক, হায়দ্রাবাদের ভারত বায়োটেক এবং পুণের সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (এসআইআই) সফর করেছেন। এসআইআই–এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আদর পুনাওয়ালা বলেছেন, টিকার বিষয়ে এবং এর উৎপাদন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট ধারণার বিষয়টি জানতে পেরে তিনি চমৎকৃত।

টিকা বন্টন নিয়ে ৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক

- ৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কোভিড - ১৯ এর মোকাবিলার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। কোভিড - ১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রত্যেকের জীবনকে বাঁচানো এবং সকলে যাতে টিকা পান, সেই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে সকলে একমত হয়েছেন
- হরিয়ানা, দিল্লি, ছত্তিশগড়, কেরালা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠকে যোগ দেন
- মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এটি ছিলো একাদশতম বৈঠক
- প্রধানমন্ত্রী টিকাকরণের আগে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন
- কোল্ড চেনের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে
- ভালো ফল নিশ্চিত করার জন্য তিনি রাজ্য পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি, রাজ্য ও জেলা স্তরে টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে নিয়মিত নজরদারী চালাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পরামর্শ দিয়েছেন

- এপর্যন্ত ভারতে ২৮,০০০ এর বেশি কোল্ড চেন পয়েন্ট আছে এবং এই সংখ্যা আরো বাড়ানো হচ্ছে
- প্রতিটি টিকার বিষয়ে নজরদারী চালাতে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে এবং সেটিকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এর সাহায্যে কোনো সংস্থা থেকে টিকা বেরোনোর পর মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রতিটি ধাপের ওপর নজরদারী চালানো যাবে
- প্রথমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যুক্ত, সামনের সারির যোদ্ধা এবং যাঁদের সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে, তাদের টিকা দেওয়া হবে
- সিরিঞ্জ সংগ্রহের কাজও এখন শেষ পর্যায়ে

(প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণ শোনার জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন)

চূড়ান্ত পর্যায়ে টিকার পরীক্ষা - নিরীক্ষা

কোভিশিল্ড

প্রথমিক পর্যায়ে এর কার্যকারিতা ৯০ শতাংশ প্রমাণিত

- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাসট্রাজেনেকার সঙ্গে সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া কোভিশিল্ড টিকা উদ্ভাবন করেছে। সেরাম জানিয়েছে, ভারতে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে এর প্রয়োগ শুরু করা যাবে

কোভ্যাক্সিন

প্রায় ২৫টি জায়গায় কোভ্যাক্সিনের তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা – নিরীক্ষা শুরু হয়েছে

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি এবং ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হায়দ্রাবাদের ভারত বায়োটেক এটি উদ্ভাবন করেছে। ২০২১ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে এই টিকা বাজারে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে

কোনো শৈথিল্য নয়

৯৪.২৮%	১.৪৫ %	৪,০৯,৬৮৯ %	৯,৬০৮,২১১%
আরোগ্যের হার	মৃত্যুর হার	সংক্রমিত চিকিৎসাধীন	মোট সংক্রমিত

কোভিড মুক্ত হয়েছেন – ৯০,৫৮,৮২২

(৫ই ডিসেম্বর ২০২০র তথ্য অনুসারে)

পরীক্ষাগার
সরকারী ১,১৮৭
বেসরকারী ১০১২

প্রথম পর্যায়ে ৩১ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হবে..

- মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কে বিজয়রাঘবন, জাতীয় টিকা কমিটির প্রধান ড. ভি কে পাল এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রথম পর্যায়ে টিকা দেওয়ার বিষয়ে পরিকল্পনা করেছে
- বিজ্ঞান মন্ত্রক ও কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি জানান, মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ৩১ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হবে
- বিজয় রাঘবন বলেছেন, "১ কোটি স্বাস্থ্যকর্মী, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান, হোমগার্ড, ৫০ বছরের বেশি যাদের বয়স এবং ৫০ বছরের কম ঝুঁকিপূর্ণ বয়সের মোট ২৬ কোটি মানুষকে প্রথমে টিকা দেওয়া হবে"

জাইডাস ক্যাডিলা হেল্থকেয়ার

আমেদাবাদ ভিত্তিক জাইডাস ক্যাডিলা হেলথকেয়ারের টিকা দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলফল খুব শীঘ্রই জানা যাবে। আশা করা হচ্ছে, ২০২১ এর এপ্রিলের মধ্যে এই টিকা পাওয়া যাবে। ■

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, তাঁর জনমুখী নীতি এবং স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসনের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শ্রী বাজপেয়ীর জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বরকে প্রতি বছর সুপ্রশাসন দিবস হিসেবে পালন করা হয়

সুপ্রশাসনের প্রতিচ্ছবি

রাষ্ট্রনায়ক, কবি, জননায়ক, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রিয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ২০১৮ সালে মৃত্যুর পর এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর ৯৬তম জন্মবার্ষিকীতে যে কেউ বলতে পারেন, বর্তমান সরকার আসলে বাজপেয়ী জির কর্মধারাকেই অনুসরণ করছে এবং স্বরাজ থেকে সুরাজের পথে তাঁর স্বপ্ন পূরণে কাজ করে চলেছে। জোট ধর্ম মেনে দেশে প্রথম অকংগ্রেসি জোট সরকার চালানোর কৃতিত্ব ৩ বারের এই প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে। তাঁর কার্যকালে সরকার, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিল। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও বাজপেয়ী জির দ্বিতীয় দফার শাসনকালে পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো হয়। ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গিরিধর গোমাঙ্গ, তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেবার মতো পরিস্থিতিতেও তিনি ভেতরের এবং বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন নি। মাত্র একটি ভোটে তাঁর সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলেও সেই সরকার জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছিল। শান্তির জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে তার উদ্যোগ এবং লাহোর ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

সুপ্রশাসনের উদ্যোগ হিসেবে বাজপেয়ী জি ভারতকে এক উচ্চমাত্রায় নিয়ে গেছেন। স্বর্ণালী চতুষ্কোণ প্রকল্প তাঁর সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল, যা বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকারের সময়ে পূর্ণ রূপ পেয়েছে। তার দূরদর্শিতার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। মোবাইল ফোনের যোগাযোগ, গ্রামাঞ্চলে সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে একজন রাষ্ট্রনায়কের দূরদর্শিতা প্রমাণিত। তাঁর আমলেই মোবাইল ফোনের ইনকামিং কল বিনামূল্যে পাওয়ার ফলে দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এসেছিল।

তাঁর আমলে নতুন টেলিকম নীতি গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে বেসরকারী সংস্থাগুলি এই ব্যবস্থায় যুক্ত

হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তার আমলেই ভারত, পাকিস্তানের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে জয়লাভ করেছিল। কার্গিলে এবং নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ১৯৯৯ সালে মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সেই সংঘর্ষ চলেছিল। বাজপেয়ী সরকারের সময়ে প্রশাসনিক কাজের সুবিধের জন্য ঝাড়খন্ড, উত্তরাখন্ড ও ছত্তিশগড় – এই তিনটি নতুন রাজ্য তৈরি করা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের প্রকল্প ছিল নদীগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলা।

সুপ্রশাসনের অর্থ হল, সকলের অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তি; প্রতিটি নাগরিকের কাছে সব সুফল এবং সুযোগ পৌঁছানো; প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য নিরাপত্তা; এইভাবে সরকার, প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছেছে। ভালো এবং জনমুখী নীতি গ্রহণের জন্য তিনি সুপ্রশাসনের প্রতিবিম্ব হিসেবে বিবেচিত হন। বিকাশমুখী, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ সরকার, পরিচালনা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। জনসাধারণের কাছে দ্রুত এবং সহজে যার সুফল পৌঁছে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তার সময়কালে তিনি এগুলিকে নিশ্চিত করেছেন।

তাঁকে সম্মান জানাতে এবং তার কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিবছর তাঁর জন্মদিনটি সুপ্রশাসন দিবস হিসেবে পালিত হয়। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫শে ডিসেম্বরকে সুপ্রশাসন দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

"নাগরিক প্রথম" এই মন্ত্র, উদ্দেশ্য ও নীতির বলে বলিয়ান হয়ে ভারত, নাগরিকদের কাছে সরকারকে নিয়ে গেছে। এর ফলে নাগরিকরা বিভিন্ন প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পেরেছেন। সক্রিয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে সরকার, জন অভিযোগের নিষ্পত্তিকে অগ্রাধিকার দেয়।

২০১৪ সাল থেকে প্রতিটি সরকারী দপ্তরে জন অভিযোগের নিষ্পত্তির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর তাদের কাজের পরিবেশ এবং প্রক্রিয়ায় বহু পরিবর্তন এনেছে। বাড়িতে বসেই সাধারণ মানুষ যাতে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রথম সুপ্রশাসন দিবসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সরকারী কাজের প্রক্রিয়ায় সরলীকরণ আনার মধ্য দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ এবং দ্রুত করা সম্ভব।

"জনসাধারণ এবং সরকারের মধ্যে আস্থার আরেকটি উদাহরণ হল, হলফনামার ক্ষেত্রে এবং প্রত্যায়ণের

সুপ্রশাসনের জন্য সরকারের গৃহীত উদ্যোগ

- **প্রগতিঃ** সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রশাসনিক সক্রিয়তা এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা বাস্তবায়িত করার জন্য নজরদারী চালানো এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের পর্যালোচনা এর অঙ্গ। রাজ্য সরকারগুলির প্রকল্পও এই উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে
- **জীবন প্রমাণঃ** প্রবীণ নাগরিকদের পেনশনের জন্য প্রতি বছর যে লাইফ সার্টিফিকেট দিতে হয়, সেটি বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় করা যাবে
- **ডিজি লকারঃ** কাগজ বিহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা
- **উমঙ্গঃ** দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে স্থানীয় প্রশাসনের ই-গভ পরিষেবার একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম
- **অনুভবঃ** অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তার স্বীকৃতি
- অনলাইন আরটিআই পোর্টাল
- যেসমস্ত আধিকারিকরা দায়িত্বপালন করেন না, তাদের প্রতি কঠোর মনোভাবের নীতি গ্রহণ এবং যাঁরা কাজ করেন, তাদের উৎসাহ দান
- **ইলেক্ট্রনিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-এইচআরএমএস)** : এটি একটি ব্যয় সাশ্রয়ী উদ্যোগ, যার মাধ্যমে সরকার সঠিক লক্ষ্যে সঠিক পদে নিয়োগ করে। এই ব্যবস্থায় কর্মচারীদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য এবং দাবীর আবেদন একটি প্ল্যাটফর্মে করা যায়
- আধার ভিত্তিক বায়োমেট্রিক হাজিরা সরকারী কর্মচারীদের জন্য
- ন্যাশনাল ডিজিটাল লিটারেসি মিশন
- **ই-পোস্টঃ** গ্রাহকদের ছাপানো অথবা হাতে লেখা বার্তা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্ক্যান করে ইমেল মারফত পাঠানো হয়, গন্তব্যস্থলে এই বার্তাগুলি প্রিন্টআউট বার করে সেগুলি খামে ভরে ডাকবিভাগের কর্মীরা নির্দিষ্ট ঠিকানায় অন্য চিঠির মতোই পাঠিয়ে দেন
- **ই-সম্পর্কঃ** অনলাইনের মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর এই ব্যবস্থাটিকে ৯০ লক্ষ নিবন্ধীকৃত ব্যবহারকারী কাজে লাগান

অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী

সুপ্রশাসনের জন্য বৈদ্যুতিন প্রশাসন

সুপ্রশান হল ভিত্তি, আর বৈদ্যুতিন প্রশাসন হল তার প্রয়োগ। সুপ্রশাসনের মাধ্যমে উন্নত প্রশাসনের সুফল এবং পদ্ধতিগুলি নির্ধারিত হয়। বৈদ্যুতিন প্রশাসন যথাযথভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এছাড়া তা সরকারকে নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব পক্ষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

সুপ্রশাসন দিবস উদযাপনের লক্ষ্য

মুক্ত এবং দায়বদ্ধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সরকার, বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে।

- স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ প্রশাসন উপহার দেবার জন্য সরকারের অঙ্গীকারের কথা জনসাধারণকে জানানো হয়
- সাধারণ নাগরিকদের কল্যাণ এবং উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়
- সরকারী প্রশাসনকে চূড়ান্ত সক্রিয় এবং মানুষের কাছে দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়
- সুপ্রশাসনের জন্য ভালো এবং যথাযথ নীতি প্রয়োগ করা হয়

সুপ্রশাসনের সূচক

২০১৯ এ সুপ্রশাসন দিবসে "সুপ্রশাসন সূচক"(জিজিআই) –এর সূচনা করা হয়েছে। এই সূচকটি প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে বিজ্ঞান সম্মতভাবে তৈরি করা হয়েছে। নাগরিক কেন্দ্রিক এই সূচক, প্রশাসনের অবস্থান নির্ধারনের কাজে সাহায্য করে।

রাজ্যগুলির প্রশাসনের মান জানার ক্ষেত্রে এটি একটি অভিন্ন ব্যবস্থা। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রভাব এর মাধ্যমে যাচাই করা হয়। জিজিআই – এর উদ্দেশ্য হল, সব রাজ্যের এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজের মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের বিশ্লেষণ। যার মাধ্যমে প্রশাসনের কাজের উন্নতি ঘটানোর জন্য যথাযথ কৌশল অবলম্বন করা যাবে।

এই সূচকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি মেনে চলা হয় – এটি সহজভাবে হিসেব করতে সুবিধে হবে, নাগরিক বান্ধব, ফলপ্রসূ একটি ব্যবস্থা যা সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রয়োগ করা যাবে।

জিজিআই ১০টি ক্ষেত্রকে বিবেচনা করে

- কৃষি এবং অনুসারী ক্ষেত্র
- শিল্প ও বাণিজ্য
- মানব সম্পদ উন্নয়ন
- জনস্বাস্থ্য
- জনপরিকাঠামো ও সেগুলির ব্যবহার
- আর্থিক প্রশাসন
- সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন
- বিচার ব্যবস্থা ও জননিরাপত্তা
- পরিবেশ
- নাগরিক কেন্দ্রিক প্রশাসন

মোট ৫০টি বিষয়ের ওপর বিবেচনা করে এই ১০টি প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে পরিমাপ করা হয়। এর মূল্যমান গণনার জন্য একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা আলাদা ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সময় স্ব-প্রত্যায়িত করার পদ্ধতি চালু করা। পুরনো নিয়মকানুন যেগুলির আসলে কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই, সেগুলিকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।" শ্রী মোদী বলেছেন, অটল জিকে শ্রদ্ধা জানানোর সব থেকে বড় সুযোগ হল তাঁর জন্মদিনটিকে 'সুপ্রশাসন দিবস' হিসেবে পালন করা এবং এই লক্ষ্য পূরণে নিজেদের আত্মনিয়োজিত করা। শ্রী বাজপেয়ী ২০১৮র ১৬ই আগস্ট প্রয়াত হন। জাতীয় রাজধানীতে যমুনার তীরে তাঁর স্মারকের নাম সদৈব অটল। ■

এক দূরদর্শীকে স্মরণ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পন্ডিত মদন মোহন মালব্যের সমাজের বিভিন্ন কাজের জন্য সঠিকভাবেই তাঁকে মহামনা বলে অভিহিত করেছিলেন। উদার কাশী নরেশের কাছ থেকে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শুধু বিপুল জমিই সংগ্রহ করেননি, হায়দ্রাবাদের নিজামের থেকেও প্রচুর অর্থ জোগাড় করেছিলেন। চৌরি চৌরা আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবীদের মৃত্যুদন্ড থেকে বাঁচানো তাঁর অন্যতম একটি উদ্যোগ। প্রকৃতই তিনি মহামনা।

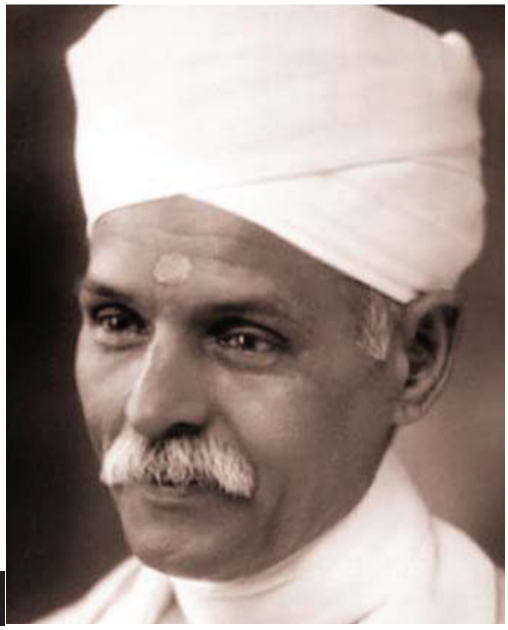

জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৬১, মৃত্যু ১২ই নভেম্বর ১৯৪৬

পন্ডিত মদন মোহন মালব্য ছিলেনে একজন দূরদর্শী, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ নেতা। ভারতের এই মহান সন্তানের অনেক গুণ ছিল। আজ যখন প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমনা যুব সম্প্রদায় দেশকে পরিচালনার দায়িত্ব নেয়,তাঁর দূরদৃষ্টির জন্য ভারতের স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়। ভারতরত্ন পন্ডিত মদন মোহন মালব্যের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর কাজের ধারায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হচ্ছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ সালে তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। যে কোনো লক্ষ্য পূরণে মহামনার নিরলস প্রয়াস ছিল অতুলনীয়। তিনি হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অনুদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। কথিত যে নিজাম, প্রথমে অনুদান দিতে রাজি হন নি। তখন নিজামের পাদুকাকে নিলামে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। শেষে নিজাম বিপুল অঙ্কের অনুদান দিয়েছিলেন।

- সত্যেরই জয় হয় –'সত্যমেব জয়তে' এই শ্লোগান জাতিকে মালব্য জি মুন্ডকউপনিষদ থেকে দিয়েছিলেন
- হরিদ্বারে হর কি পৌরি ঘাটে গঙ্গা আরতির সূচনা তিনি করেছিলেন। হিন্দি, গঙ্গা ও গো মাতার সেবার জন্যে তিনি নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চার বারের সভাপতি এবং অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা মালব্য জি, তাঁর নীতির সঙ্গে আপোষ করতেন না। মহাত্মা গান্ধীর জন্য মহামনা ছিলেন, তাঁর বিবেক এবং 'একজন বড় ভাই'।

"মালব্য জি কে ছাড়া আমি কাউকে এত বড় দেশপ্রেমিক বলে মনে করি না; আমি সবসময় তার পুজো করি। জীবিত ভারতীয়দের মধ্যে এমন কাউকে দেখি না, যিনি তাঁর থেকে বেশি দেশের সেবা করেছেন"

মহাত্মা গান্ধী

তিনি ১৯০৯ সালে ইংরেজী সংবাদপত্র দ্য লিডার-এর সূচনা করেছিলেন। পূর্বতন এলাহাবাদ, বর্তমান প্রয়াগরাজ থেকে এটি প্রকাশিত হত। আইনজ্ঞ হিসেবে মালব্য জি, ১৯২২ সালে চৌরি চৌরা ঘটনায় ১৭০ জনকে মৃত্যুদন্ডের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে ১৫৫ জন ফাঁসির মঞ্চ থেকে নিষ্কৃতি পান। আর বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। মুসলমান নির্বাচকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থার যে উদ্যোগ ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ চুক্তিতে হয়েছিল, তিনি তারও বিরোধীতা করেন। হরিদ্বারে গঙ্গা নদীর জলপ্রবাহকে বাধা না দেবার জন্য মালব্য জি ব্রিটিশ সরকারকে গঙ্গা মহাসভার সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করান। যার ফলে ভবিষ্যতে গঙ্গার প্রবাহ যে কোনো রকমের বাধা থেকে মুক্ত হবে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ২০১৫ সালে মরোণত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল। ■

বিদ্যুৎ বিপ্লবের শিখরে

যখন সারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন, তখন পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গত ৬ বছরে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য ভারত পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানীর উৎপাদনের ক্ষমতা আড়াইগুণ বৃদ্ধি করেছে এবং যা আরো বাড়ানো হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ২০১৪ সালে দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারত, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। রি-ইনভেস্ট ২০২০, তৃতীয় আন্তর্জাতিক পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠক ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ রক্ষা ও পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানীর উৎপাদনে ভারতের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। ৮০টি দেশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা মেগাওয়াট থেকে গিগাওয়াটে উন্নীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর ফলে 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রীড' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গত ৬ বছর ধরে দেশ, জ্বালানী ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ এবং এই ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে বর্তমানে ১৩৬ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী উৎপন্ন হয়, যা আসলে মোট ক্ষমতার ৩৬ শতাংশ।

সূর্যকিরণ

- দেশে অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ-এর পরিমাণ ৩,৭৩,৪৩৬ মেগাওয়াট । এর মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎএর পরিমাণ ৮৯,৬৩৬ মেগাওয়াট। সরকার, ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। (১ গিগাওয়াট = ১০০০ মেগাওয়াট = ১০০ কোটি ওয়াট)
- সৌর বিপ্লবে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং হিমাচল প্রদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কারণ এই সব রাজ্যগুলি পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংগঠিত
- সরকার বায়ু, জৈব, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। যাতে ২০৩৫ সালের মধ্যে লক্ষ্য পূরণ করা যায়
- সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায়

১৫০০ হেক্টর জমির ওপর ৭৫০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এর ফলে ২.৬ কোটি বৃক্ষরোপণে যতটা কার্বন ডাই অক্সাইড শোষিত হয়, সেই পরিমাণ কার্বণ নিঃসরণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে

- আন্তর্জাতিক সৌর জোটে ভারতের উদ্যোগ যুগান্তকারী। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ সৌরবিদ্যুৎএ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তারই অঙ্গ হিসেবে জাতীয় সৌর মিশন গড়ে তোলা হয়েছে।

প্যারিস চুক্তি
ভারতের সাফল্য

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এবং পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব কমানোর জন্য ২০১৫র প্যারিস চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি অনুসারে ১৭৯টি দেশ, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এই শতকে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত কমানোর অঙ্গীকার করেছে। জলবায়ু সংক্রান্ত স্বচ্ছতার প্রতিবেদনে জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতই একমাত্র প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে। জলবায়ু সংরক্ষণ সহ পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানীর ক্ষেত্রে ভারতের উদ্যোগ এর মাধ্যমে প্রতিফলিত। এর ফলে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনে ভারতের গুরুত্বের বিষয়টিও উঠে আসে। ■

ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প : সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহারের জন্য পিএম কুসুম

প্রধানমন্ত্রী – কিষাণ উর্জা সুরক্ষা এবং উত্থান মহা অভিযান (পিএম-কুসুম) কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিকে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কৃষকদের জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসার জন্য সরকার, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানীর উৎস ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে সৌরশক্তিকে ব্যবহারের সফল প্রয়াস নজরে আসছে।

ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এদেশের কৃষকরা তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎএর মতো প্রচলিত শক্তি ব্যবহার করে সেচের কাজ করে থাকেন। বছরের পর বছর যথাযথ সেচের অভাবে জল না পাওয়ায় আশানুরূপ ফলন হয় না। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তারই অঙ্গ হিসেবে ২০১৮ – ১৯ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে পিএম-কুসুম প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি ২০১৯এর ফেব্রুয়ারীতে শুরু হয়।

অনিয়মিত বৃষ্টি ও যথাযথ সেচের সুবিধে না থাকায় শস্যের ক্ষতি একটি নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। পিএম কিষাণ প্রকল্পে সৌরশক্তির সাহায্যে কৃষকরা সেচের কাজ করতে পারবেন। তাঁরা তাদের জমিতে সোলার প্যানেল বসিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন, সেখানকার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ, বন্টন সংস্থাগুলিকে বিক্রি করতে পারবেন। ২০২২ সালের মধ্যে ২৫,৭৫০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা নিশ্চিত হবে। ২০২২ সালের মধ্যে সৌরশক্তির সাহায্যে ৩ কোটি পাম্পের সাহায্যে সেচের কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি এই প্রকল্পে ৪৮,০০০ কোটি টাকা দেবে। সোলার পাম্পের মোট খরচের ১০ শতাংশ বহন করবেন কৃষকরা। কুসুম প্রকল্পে ৩৪,৪২২ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যাবে।

কুসুম প্রকল্প থেকে দু'ধরনের সুবিধে

কৃষকরা কুসুম প্রকল্প থেকে দু'ভাবে উপকৃত হবেন। প্রথমত, তাঁরা সেচের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবেন এবং দ্বিতীয়ত যদি তাঁদের বাড়তি বিদ্যুৎ থাকে তাহলে সেই বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠিয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারবেন

কুসুম প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

৩০%
কেন্দ্র ভর্তুকি হিসেবে দেবে

৩০%
রাজ্য সরকার ভর্তুকি হিসেবে দেবে

৩০%
ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের ঋণ হিসেবে দেবে

১০%
সৌর শক্তির উৎপাদনের উপকরণ বসানোর জন্য কৃষককে ব্যয় করতে হবে

সুবিধা

জমির মালিক বছরে একর পিছু ৬০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পরবর্তী ২৫ বছর আয় করতে পারবেন

বিপুল বিদ্যুতের সাশ্রয়

সৌর শক্তির কারণে শুধু বিদ্যুতই সাশ্রয় হবে না ৩০,৮০০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। সরকার কৃষকদের সোলার প্যানেলের সাহায্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনুমতি দেবে

আপনিও এর সুবিধা পেতে পারেন... কুসুম যোজনায় আবেদন করতে চাইলে এই https://Mure.Gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন

এই প্রকল্পের তিনটি অংশ

প্রথম ব্যবস্থা: পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে বিকেন্দ্রীকৃত ১০,০০০ মেগাওয়াট গ্রিডের যোগাযোগ গড়ে উঠবে। সৌর শক্তি অথবা অন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির বিদ্যুৎ প্রকল্পে ৫০০ কিলোওয়াট থেকে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে কৃষকরা, কৃষকদের গোষ্ঠী অথবা সমবায় সমিতি বা পঞ্চায়েত কিংবা কৃষিপণ্য উৎপাদন সংগঠনগুলি গড়ে তুলতে পারে। সৌর শক্তি অথবা অন্য কোনো পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষমতা যদি ৫০০ কিলোওয়াটের কম হয় তাহলে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা এই ধরণের উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমতি দিতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা: ২০ লক্ষ সৌর শক্তি চালিত কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প বসানো হবে। ব্যক্তিগতস্তরে কৃষকরা এগুলি বসানোর জন্য সাহায্য পাবেন। ৭.৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর শক্তি চালিত পাম্প, ডিজেল চালিত পাম্পের বদলে বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাম্পের ক্ষমতা ৭.৫ হর্স পাওয়ারের বেশি হতে পারে, তবে কেন্দ্রের থেকে ৭.৫ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প বসানোর জন্যই অনুদান মিলবে।

তৃতীয় ব্যবস্থা: সৌর শক্তি চালিত কৃষি পাম্পের সাহায্যে ১৫ লক্ষ গ্রিডের যোগাযোগ ঘটানো হবে। ব্যক্তিগত স্তরে কৃষকরা গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত এই সব পাম্পের সুবিধে পাবেন।

প্রথম পর্যায়ে ডিজেল চালিত পাম্পগুলিকে প্রতিস্থাপিত করা হবে

কুসুম প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ডিজেল চালিত পাম্পগুলিকে সরিয়ে সৌরশক্তি চালিত পাম্প বসান হবে। ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার সেচের জন্য ব্যবহৃত পাম্প সৌর শক্তির সাহায্যে চালানো হবে। এর ফলে ডিজেলের ব্যবহার কমবে, অপরিশোধিত তেলের আমদানি হ্রাস পাবে এবং পরিবেশ রক্ষা পাবে। কৃষকরা অনুর্বর জমি ব্যবহার করে সৌর শক্তি উৎপাদন করতে পারবেন। ■

কৃষকদের ক্ষমতায়ন

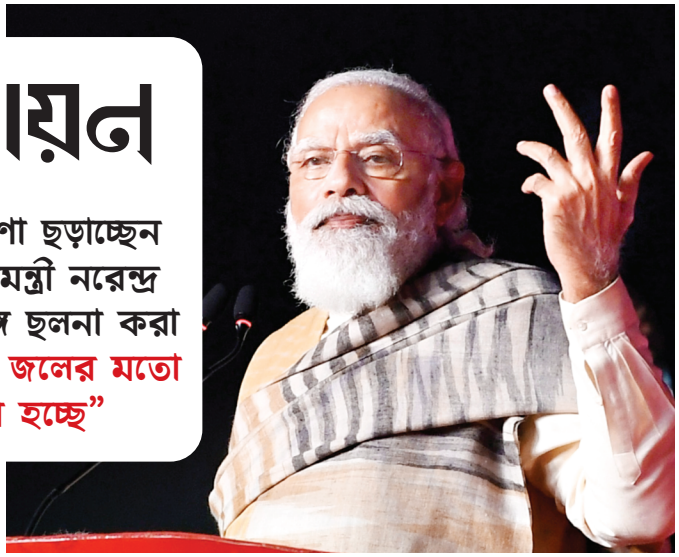

কৃষকদের কল্যাণের বিষয় তুলে, যাঁরা ভ্রান্ত ধারণা ছড়াচ্ছেন তাঁদের এবং বিরোধীদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দশকের পর দশক কৃষকদের সঙ্গে ছলনা করা হয়েছে। কিন্তু এখন আর কোনো ছলনা নয়, "গঙ্গা জলের মতো পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে কৃষকদের জন্য কাজ করা হচ্ছে"

কৃষক এবং কৃষি ক্ষেত্রের জন্য সরকার বৈপ্লবিক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। দশকের পর দশক ধরে আগের সরকারগুলি কৃষকদের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এখন কৃষকদের অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কৃষকরা এখন আরও বেশি রোজগার করতে পারবেন এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট বাজারে তাঁদের পণ্য সামগ্রী বিক্রির বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। সরকার কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে নিরলস উদ্যোগ নিয়েছে। ইউরিয়ার কালোবাজারি রুখতে এবং কৃষকরা যাতে প্রয়োজনীয় ইউরিয়া পান তা নিশ্চিত করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ ক্রমে কৃষিকার্যের ব্যায়ের দেড়গুণ করা হয়েছে।

কৃষকদের সহায়তার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প চালু হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ভুল ধারণাও আছে। তাঁর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসিতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বারাণসি-প্রয়াগরাজের মধ্যে ৬ লেন প্রকল্পের ৩০শে নভেম্বর উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের কল্যাণে তাঁর অঙ্গীকারের কথা আবারও উল্লেখ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ:

- কৃষকদের জন্য আরও সুযোগ, আইনী সুরক্ষা এবং যদি কেউ পুরোনো ধারা বজায় রাখতে চান তার জন্য সেই সুযোগের ব্যবস্থাও নতুন কৃষি সংস্কারের ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে।
- আগে কৃষি বাজারের বাইরে লেনদেন করা অবৈধ ছিল, কিন্তু এখন ছোট চাষী বাজারের বাইরে লেনদেন প্রক্রিয়ার জন্য আইনী সুরক্ষা নিতে পারেন।
- যখন আপনি বর্তমান সরকারের কাজের ধারা দেখতে পান তখন প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসে।
- পাঁচ বছর আগে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকদের থেকে ৬.৫ কোটি টাকার ডাল শস্য ক্রয় করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ৫ বছরে ৪৯,০০০ কোটি টাকার ডাল শস্য সংগ্রহ করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় ৭৫ গুণ বেশি পরিমাণে এই সংগ্রহ চলেছে।
- ৫ বছর আগে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ কোটি টাকার ধান কেনা হয়েছিল। পরবর্তী ৫ বছরে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি এই কাজে ব্যয় করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় আড়াই গুণ বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে।
- সরকার কৃষি বাজারগুলির আধুনিকীকরণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। যদি কৃষি বাজার এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়, তাহলে সরকার এই অর্থ কেন ব্যয় করবে?
- দেশে ১০ কোটির বেশি কৃষক পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ সাহায্য পাঠানো হয়েছে। এপর্যন্ত ১ লক্ষ কোটি টাকার মতো অর্থ কৃষকদের কাছে গেছে।
- সরকার কৃষক পরিবারগুলির সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে সব কৃষকদের আজ কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে তাঁরাও এই সংস্কারের সুবিধে গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধি করবেন। ■

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে চাইলে কিউআর কোড-টি স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের অক্টোবর ১-১৫ সংস্করণে কৃষি সংস্কার বিল নিয়ে যে ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানো হচ্ছে সে ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। http://davp.nic.in/nis/pdf/NIS%20English%20October%201-15.pdf এই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি এ বিষয়ে জানতে পারেন।

নতুন কৃষি আইন কৃষকদের আরও বড় বাজার ও ভালো দাম নিশ্চিত করেছে

সরকার কৃষকদের ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সংসদে সেপ্টেম্বর মাসে নতুন কৃষি বিল পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন নতুন দিল্লিতে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তখন থেকে কৃষি ক্ষেত্রের সংস্কার এবং কৃষকদের রোজগার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিচ্ছেন। গত ৬ বছর ধরে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকার ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পণ্য বাজারজাতকরণ ও কৃষকদের এজন্য আইনী সংস্থানের ব্যবস্থা করতে চুক্তির বিষয়ে আগে থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংসদ সেপ্টেম্বরে -- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবসাবাণিজ্য (উৎসাহকরণ এবং সুবিধে) আইন; কৃষকদের (ক্ষময়ায়ন ও সুরক্ষা) মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিষেবা চুক্তি আইন ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য (সংশোধন) আইন পাশ করেছে।

X ভ্রান্ত ধারণা : ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষি পণ্য সংগ্রহ বন্ধ হবে

- কৃষি পণ্য যদি এপিএমসি কৃষি বাজারগুলির বাইরে বিক্রি হয়, তাহলে এই বাজারগুলি আর কাজ করবে না
- ই-ন্যাম এর মতো সরকারি বৈদ্যুতিন বাণিজ্যিক পোর্টালগুলির ভবিষ্যৎ তাহলে কি হবে

প্রকৃত তথ্য : কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের হারে বিক্রি করতে পারবেন, এই মূল্যের মাধ্যমে শস্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলবে

- কৃষি বাজারগুলি কাজ বন্ধ করবে না সেখানে কেনাবেচা আগের মতোই চলবে। কৃষকরা কৃষি বাজারের বাইরেও অন্যত্র তাঁদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন।
- ই-ন্যাম বাণিজ্য ব্যবস্থা বজায় থাকবে
- কৃষকরা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থা, পাইকারি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারণ ইত্যাদিদের সঙ্গে কেনা বেচার ক্ষেত্রে দাম দর করার ক্ষমতা অর্জন করবেন।
- বীজ রোপনের আগেই কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন। যদি দেখা যায় ফসলের দাম বেড়েছে কৃষকরা সেক্ষেত্রে নতুন দাম এবং ন্যূনতম মূল্যের চাইতে বেশি অর্থ পাবেন।

- এর ফলে বাজারের অনিশ্চয়তার দায়ভার কৃষকদের ওপর থেকে সরে যাবে।
- কৃষকদের আয় বাড়াতে এবং পণ্য বিপণনের খরচ কমাতে সহায়ক হবে।
- যে কোনো বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থায় তা করতে হবে।
- কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুযোগ বাড়বে।

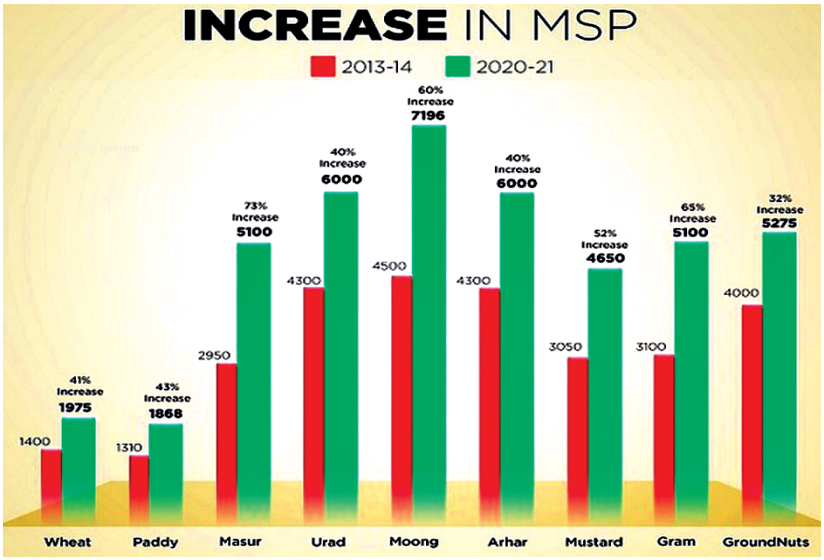

রাজ্যের মধ্যে এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বাধাহীনভাবে রাজ্য কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ আইনের আওতায় থাকা বাজারের বাইরে ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে

ভ্রান্ত ধারণা : চুক্তি চাষের ক্ষেত্রে কৃষকরা চাপের মধ্যে থাকবেন এবং তাঁরা মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন না

- নতুন ব্যবস্থায় কৃষকদের সমস্যা হবে
- বিবাদের ক্ষেত্রে বড় সংস্থাগুলি সুবিধেজনক অবস্থায় থাকবে

প্রকৃত তথ্য : কৃষকের নিজস্ব পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা চুক্তিতে থাকবে। তাঁরা তিনদিনের মধ্যে তাঁদের ফসলের মূল্য পাবেন

- ক্রেতারা সরাসরি খামার থেকে উৎপাদিত পণ্য কিনবেন
- কোনো বিবাদের সৃষ্টি হলে বার বার আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় পর্যায়ে বিবাদের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকবে
- কৃষকের জমি বিক্রি করা, লিজ দেওয়া অথবা বন্ধক রাখা যাবে না
- যাঁদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন, কৃষক যদি তাঁদের থেকে অগ্রিম টাকা না নিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কোনো জরিমানা ছাড়াই যে কোনো সময়ে এই চুক্তিগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন
- নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে চুক্তি ভিত্তিক চাষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে ■

২০১৪ থেকে ২০২০-র মধ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

- এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে কৃষকদের জাতীয় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষি কাজে ব্যয় করা অর্থের দেশগুণ হারে নির্ধারিত হয়েছে।
- গত ৫ বছরে সরকার ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ২.৪ গুণ বৃদ্ধি করেছে। আগের ৫ বছরে যেখানে ২.০৬ লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল সেখানে শেষ ৫ বছরে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা।
- ডাল শস্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ৭৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে গত ৫ বছরে ৪৯,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০০৯-১৪ সালে এর জন্য ব্যয় হয়েছিল ৬৪৫ কোটি টাকা।
- গত ৫ বছরে গমের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১.৭৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা। ২০০৯-১৪ সালে এর জন্য ব্যয় হয়েছিল ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা।
- তৈলবীজ এবং নারকেলের শুকনো শাঁসের জন্য গত ৫ বছরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ গুণ। এই সময়কালে ২৫,০০০ কোটি টাকা কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। ২০০৯-১৪ সালে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ খরচ হয়েছিল ২,৪৬০ কোটি টাকা।
- সরকারি সংস্থাগুলি ২০২০-র রবি মরশুমে মোট ৩৮২ লক্ষ টন খাদ্য শস্য সংগ্রহ করেছে, যা সর্বকালের রেকর্ড।

শিখদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধন

দশকের পর দশক আটকে থাকার পর কর্তারপুর করিডর খুলে দেওয়া হয়েছে, শ্রী গুরুনানক দেবজীর ৫৫০ তম জন্মবার্ষিকী বিশ্বজুড়ে বিশালভাবে উদযাপিত হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার শিখ সম্প্রদায়ের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে নানা কাজ করছেন। গত ৬ বছর ধরে শিখদের কল্যাণে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

“গুরুনানক দেবজীর প্রভাব সারা বিশ্বজুড়ে ভালোভাবেই বোঝা যায়। ভ্যানকিউভার থেকে ওয়েলিংটন, সিঙ্গাপুর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা - সর্বত্রই তাঁর বাণী শোনা যায়। গুরু গ্রন্থসাহিবে উল্লেখ করা আছে – “সেবক কো সেবা বান আয়ে” – অর্থাৎ একজন সেবকের কাজ হলো সেবা করা। বিগত কয়েক বছর ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমরা সেবক হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি মনে করি গুরুসাহেবের আশির্বাদ আমি বিশেষভাবে পেয়েছি কারণ তাঁর কাজের সঙ্গে তিনি আমাকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন।”

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বছরের পর বছর ধরে নিরলস উদ্যোগের ফলে সরকার শ্রী গুরুনানক দেবজীর ৫৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে ২০১৯-এর নভেম্বরে পুণ্যার্থীদের জন্য কর্তারপুর সাহিব করিডর খুলে দিয়েছে। শ্রী কর্তাপুর সাহিব করিডর পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার ডেরাবাবা নানক ও পাকিস্তানের কর্তারপুরের গুরুদ্বার শ্রী কর্তারপুর সাহিবের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে।

- সরকার এর জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে
- পাকিস্তানে ভারত থেকে গুরুদ্বার শ্রী কর্তারপুর সাহিবে তীর্থযাত্রীরা সারা বছর ধরে যাবেন
- দৈনিক ১৫,০০০-এর বেশি তীর্থযাত্রী যাতে সেখানে যেতে পারেন তার জন্য একটি যাত্রী টার্মিনাল তৈরি সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

শিখ যুব সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন

- ২০১৪ সালের আগে শিখ সম্প্রদায়ের মাত্র ১৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হতো। নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রাক এবং মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষার জন্য শিখ ছাত্রছাত্রীদের

শিখ ঐতিহ্যকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা

- স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের আওতায় আনন্দপুর সাহিব-ফতেগড় সাহিব-চামকৌর সাহিব-ফিরোজপুর-অমৃতসর-খাটকর কালান-কালানৌর-পাতিয়ালা ঐতিহাসিক সার্কিটের উন্নয়ন কল্পে পর্যটন মন্ত্রক উদ্যোগ নিয়েছে।
- অমৃতসর এবং নান্দেদের মধ্যে বিমান যোগাযোগের জন্য বিশেষ উড়ানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৮৪ সালের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায় বিচার দেওয়া হয়েছে

- ১৯৮৪ সালের দাঙ্গার তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে শিখরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সরকার তাঁদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করেছে। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গার তদন্ত নতুন করে শুরু করা হয়েছে। যেখানে প্রত্যেকটি মামলার শুনানি শেষ হয়েছে এবং অভিযুক্তরা শাস্তি পেয়েছে।
- **অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছে** : সিট আরও তদন্তের জন্য ৮০টি মামলার আবারও তদন্ত শুরু করেছে। বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর সিট গঠনের তিন বছরের মধ্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **দেশ জুড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ** : ১৯৮৪ সালের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট আত্মীয়কে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। দাঙ্গার কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাঁরা পাঞ্জাবে ফিরে গিয়েছিলেন এরকম কমপক্ষে ১,০২০ দাঙ্গা কবলিত পরিবারকে কেন্দ্রের পুনর্বাসন প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিপূরণবাবদ ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে শিখদের চাহিদাপূরণ

- আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে যাঁরা জোর করে ধর্মান্তরিত হওয়া, সন্ত্রাসবাদ এবং বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজের কারণে এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার ফলে জম্মু-কাশ্মীরে সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায় সম অধিকার পেয়েছেন। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তান শিখ উদ্বাস্তুদেরও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে।
- শিখ গুরুদ্বার (সংশোধন) আইন ২০১৬-র মাধ্যমে শিরোমনি গুরদ্বার প্রবন্ধক কমিটির নির্বাচনে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করা হয়েছে।
- **কালো তালিকারভুক্তদের তালিকা সংক্ষেপিত** : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা সহ বেশ কিছু দেশে বসবাসকারী শিখরা সেন্ট্রাল অ্যাডভার্স লিস্টের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। সরকার ৩১৪ জনের তালিকা থেকে বর্তমানে মাত্র ২ জনকে রেখেছে। এর ফলে তালিকায় বাইরে আসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন এবং ভারতীয় ভিসা এবং ওসিআই কার্ড পাবেন।
- **জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি সৌধ** : সরকার ২০১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় স্মৃতি সৌধ (সংশোধনী) বিল পাশ করেছে। এর ফলে শতবর্ষে যে সমস্ত শহীদ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একটি জাতীয় সৌধ নির্মাণ করা হবে।

মেধা ভিত্তিক ৩১ লক্ষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে।

- আত্মনির্ভর অভিযানের আওতায় হুনারহাট, গরিব নওয়াজ কর্মসংস্থান প্রকল্প, শিখো অউর কামাও, নয়ি মনজিল-এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিখ যুবক-যুবতী কাজের সুযোগ পাচ্ছেন।
- পিএম জনবিকাশ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখদের এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **শ্রী গুরুনানক দেবজীর শিক্ষার বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহদান** : অমৃতসরের গুরুনানক দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ ইন্টারফেথ স্টাডিজ গঠন করা হয়েছে, যাতে ভ্রাতৃত্ববোধ ও বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা যায়। এর জন্য ৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্রিটেন ও কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রী গুরুনানক দেবজীর নামাঙ্কিত চেয়ার তৈরি করা হয়েছে। ■

অর্থনীতি

সুদৃঢ় পুনরুদ্ধারের পথে

সমৃদ্ধ ভারতের প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে
সুদৃঢ় পুনরুদ্ধারের পথে আগামী আর্থিক বছর
২০২০-২১-এর দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য
অর্থনীতিতে ভি আকারের পুনরুদ্ধারের আভাস দিচ্ছে

ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মহামারীর অন্যতম কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বের সর্বত্র মানুষের জীবনযাত্রা, চাকুরি এবং অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, ভারত এর ব্যতিক্রম নয়। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল গত নয় মাসে এর প্রতিরোধে সরকার, জনগণ এবং অর্থনীতি অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে। এই মহামারী সমাজকে বিধ্বস্ত করে দিলেও একটি দায়িত্বশীল সরকার, ভারতীয় জনগণের সংবেদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার পরিপূর্ণ প্রদর্শন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি আত্মনির্ভর প্যাকেজ কোভিড সংক্রমণে বিধ্বস্ত অর্থনীতি উদ্ধার এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। এর বেশিরভাগ অংশীদাররা সুন্দর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং একযোগে কাজ করেছেন। সাধারণত এতবড় বিপর্যয়ে যে কোনও সরকারের পক্ষে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিয়তি বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইচ্ছাশক্তি তাঁকে সর্বদাই সমস্ত বিপর্যয়কে সুযোগে পরিণত করার অবকাশ দিয়েছে। এখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে মহামারীর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার পথে, যাকে অর্থনীতির ভাষায় 'গ্রিন শুটস' বা অঙ্কুরোদগম বলা যায়। এখন আবার আশার অঙ্কুরোদগম হতে শুরু করেছে। এর কারণ, সময় থাকতে মানুষের জীবন রক্ষা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের প্রস্তুতি।

শুরুতে কড়া লকডাউনের ফলে দেশের জীবনধারা এবং আর্থিক গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আনলক ইন্ডিয়ার চিত্র অনেক শুভ সঙ্কেত দিচ্ছে। বর্তমান অর্থবর্ষের পূর্ববর্তী তিন মাসে জিডিপি বৃদ্ধির হার -২৩.৯% পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ছিল যে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এই অবনমন – ১২% পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু আশাতীতভাবে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এই অবনমন -৭.৫% হয়েছে। দ্বিতীয় ত্রয়োমাসিকে অর্থনীতিকে গতি প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প এবং বিনির্মাণ ক্ষেত্রের পাশাপাশি ইস্পাত, সিমেন্ট ও পরিষেবা ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কে ভি সুব্রহ্মনিয়মের মতে এই অর্থবর্ষের শেষ তিন মাসে এই জিডিপি উন্নয়নের হার আবার ইতিবাচক পরিসংখ্যান দেখাবে। অর্থ মন্ত্রকের জারি করা অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের আর্থিক সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রত্যেক

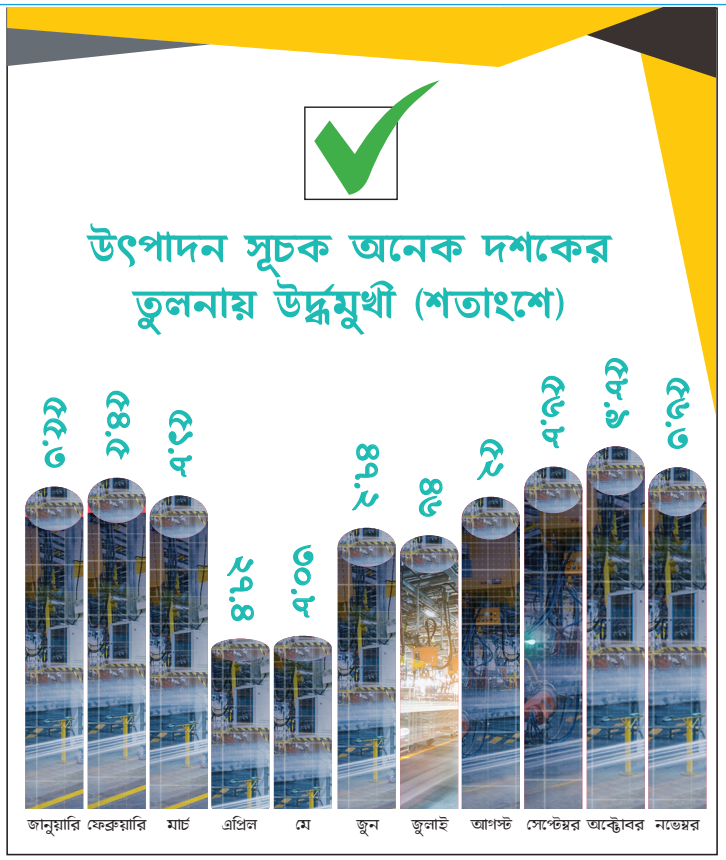

- **ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজার্স ইন্ডেক্স (পিএমআই) অক্টোবরে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮.৯ হয়েছিল। নভেম্বর পর্যন্ত এটি ৫৬.৩ হয়েছে। পিএমআই ৫০-এর ওপর থাকলে বৃদ্ধি ইঙ্গিত করে, আর এর নিচের থাকলে সঙ্কোচন প্রদর্শন করে। নভেম্বরে তা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও নির্মাণ ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান মজবুত রয়েছে।**

ইতিবাচক বৃদ্ধির সূচক

ক্ষেত্র	২০১৯-২০ অর্থবর্ষ		২০২০-২১ অর্থবর্ষ	
	প্রথম ত্রৈমাসিক	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক	প্রথম ত্রৈমাসিক	দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক
কৃষি	৩	৩.৫	৩.৪	৩.৪
উৎপাদন শিল্প	৩	-০.৬	-৩৯.৩	০.৬
বিদ্যুৎ / গ্যাস	৮.৮	৩.৯	-৭	৪.৪
নির্মাণ শিল্প	৫.২	২.৬	-৫০.৩	-৮.৬
পর্যটন	৩.৫	৪.১	-৪৭	-১৫.৬

(পরিসংখ্যান শতাংশে)

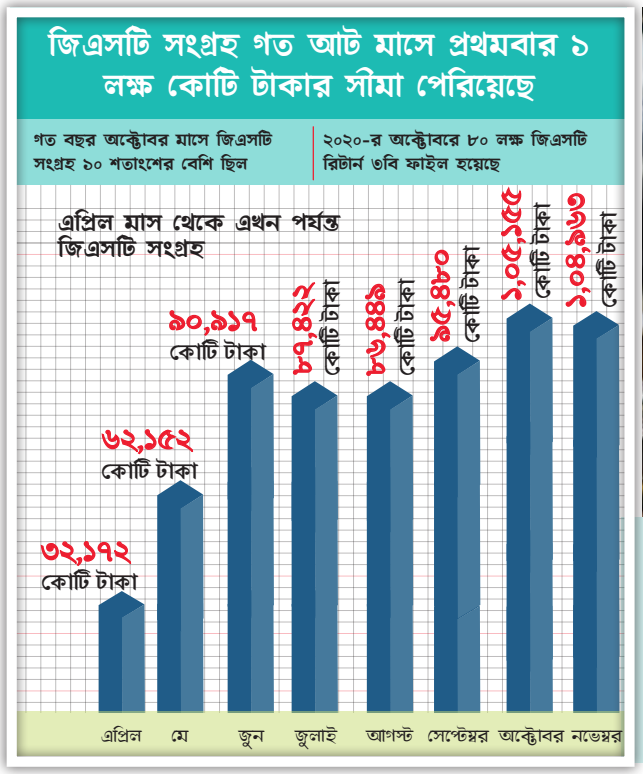

ফেব্রুয়ারি মাসের পর এই প্রথম জিএসটি সংগ্রহ অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে ১ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে যা অর্থনৈতিক গতিবিধি বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সমস্ত বাধা-নিষেধ সরিয়ে দেওয়ার পর ব্যবসায়িক গতিবিধির পুনরুজ্জীবন

আইএমএফ-এর মতে, আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অন্তর্গত তিনটি পর্যায়ে মোট ২৯ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা অর্থনৈতিক প্যাকেজ ভারতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হয়েছে। এই প্যাকেজ ভারতের মোট জিডিপি-র ১৫%।

ক্ষেত্রের প্রগতির নিবিড় অধ্যয়ন করার পর অর্থ ব্যবস্থা ভি আকারের পুনরুদ্ধারের আভাস দেখিয়েছে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত সঙ্কেতকগুলি, বিশেষ করে খরিফ উৎপাদন আর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি, রেলের ভাড়া, যানবাহন বিক্রি ও নথিভুক্তিকরণ, মহাসড়ক পথের টোল সংগ্রহ, ই-ওয়ে বিল, পেট্রোজাত পণ্যের ব্যবহার, জিএসটি সংগ্রহ এবং রেকর্ড সংখ্যায় ডিজিটাল লেনদেন এর প্রমাণ। উৎপাদিত পণ্য ক্রয় ব্যবস্থাপনা সূচক অক্টোবরে ৫৬.৮ আর নভেম্বরে ৫৬.৩ ছিল যা এক দশকে সর্বাধিক শক্তিশালী সংস্কারের সঙ্কেত দেয়।

পরিষেবা ক্ষেত্রে পিএমআই অক্টোবর মাসের বৃদ্ধিতে ৫৪.১-এ পৌঁছে গিয়েছিল। নভেম্বর মাসে এটি ৫৩.৭। অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বরে সামান্য হ্রাস পেলেও এই সূচক লাগাতার দ্বিতীয় মাসে শক্তিশালী বৃদ্ধির ইঙ্গিত করে। এই সংস্কারের ফলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ২০২০-র এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে যা অর্থবর্ষের প্রথম পাঁচ মাসের সর্বাধিক। অক্টোবরে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ শক্তিশালী হওয়ায় বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার শক্তিশালী হয়েছে যা এখন ০.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের থেকেও বেশি হয়েছে। অর্থনীতিতে সংস্কারের সঙ্কেতগুলিকে সেগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে বোঝা যেতে পারে যেখানে মেট্রিক সঙ্কেত সহ কৃষি, পুনর্নির্মাণ এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান নিশ্চিতভাবেই অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের কাহিনী বলছে। করোনাকালে অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হার নেতিবাচক শ্রেণীতে -২৩.৯ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অনেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঠিক ভাবনা এবং দায়বদ্ধতার ফলে অর্থনীতির আশাতীত বিকাশ সুনিশ্চিত হয়েছে। এখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও এটা মানছেন। ২০২১-এ ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির অনুমান মুডিজ-এর হিসেবে ৮.১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮.৬ শতাংশ করা হয়েছে। গোল্ডম্যান স্যাচ এবং বার্কলেসও তাদের পূর্বানুমানে উন্নতি দেখিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে পূর্বানুমানকারী কোম্পানি অক্সফোর্ড ইকনমিক্স-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে ভারতীয় অর্থনীতির আশাতীত পুনরুত্থান হচ্ছে। আইএমএফ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে ভারতকে সর্বাপেক্ষা

অক্টোবরে সর্বাধিক ই-ওয়ে বিল

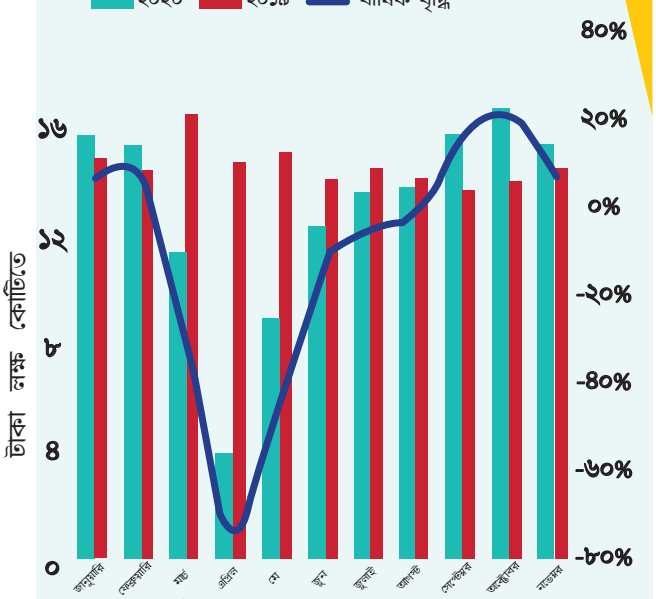

যখন থেকে ই-ওয়ে বিল ব্যবস্থা শুরু হয়েছে, তখন থেকে মাসিক সমীক্ষার ফল অনুযায়ী ২০২০-র অক্টোবর মাসে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক ই-ওয়ে বিল তৈরি হয়েছে। নভেম্বরে এটি হ্রাস পেয়েছে কিন্তু ২০১৯-এর নভেম্বরের তুলনায় এখনও বেশি

অটোমোবাইল বিক্রি বেড়েছে

- এ বছর অক্টোবরে দু'চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকা বাহন মিলিয়ে মোট ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার ১৫৩ ইউনিট উৎপাদন হয়েছে যেখানে গত অক্টোবরে ২০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৭৯ ইউনিট উৎপাদন হয়েছিল।
- গত বছর অক্টোবরের তুলনায় এ বছর অক্টোবরে যাত্রীবাহন বিক্রি ১৪.১৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৯-এর অক্টোবরের তুলনায় ২০২০-র অক্টোবর মাসে দ্বিচক্রযান বিক্রি ১৬.৮৮% বেড়েছে।

অনেক কম বিক্রির ফলে সমস্যায় পড়া অটোমোবাইল ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হচ্ছে। অক্টোবর মাসের উৎসব ঋতুতে বাহনের বিক্রি অনেক দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এই পরিসংখ্যান গত বছর অক্টোবরের তুলনায় বেশি।

দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বর্ণনা করেছে। আইএমএফ-এর মতে ২০২১ সালে ভারতীয় অর্থনীতি ৮.৮% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি গোটা বিশ্বে সর্বাধিক।

নিয়ন্ত্রিত রণনীতির ফলে অগ্রগতি অব্যাহত

প্রত্যেক কাজকে একটি রণনীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাবনার ফসল। করোনা সঙ্কট থেকে বেড়িয়ে আসতে তিনি কড়া পদক্ষেপ নেওয়ায় মহামারীর থেকে জনগণকে রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশে প্রথম লকডাউন ২৫ মার্চ শুরু হয়, আর পরদিন ২৬ মার্চেই প্রধানমন্ত্রী ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা গরীব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। গ্রাম, গরীব ও কৃষকদের জন্য তাঁর ভাবনার প্রতিফলন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ১২ মে তারিখে তিনি ২০ লক্ষ কোটি টাকা আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এই লকডাউনের মধ্যেই এই প্যাকেজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই ঘোষণার আগে শিল্প জগতের আস্থা অর্জন করেছেন এবং ওষুধ কোম্পানি, চিকিৎসক, সমাজ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, কৃষি, জ্বালানি, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের মানুষদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দলীয় ভাবনার ওপরে রাষ্ট্রহিতকে রেখে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়মিত ভরসা দিয়েছেন। সরকার শুধু জনগণের হাতে অর্থ সংস্থান করেনি, তাঁদের খরচের জন্য জরুরি উৎপাদন এবং বড় পরিকাঠামোগত সংস্কারের ওপরও জোর দেয়। এক্ষেত্রে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি মন্ত্রের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য রাখেন। এই মন্ত্রগুলি হল – ইচ্ছাশক্তি, সংহত ভাবনা, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো এবং নতুন নতুন পদ্ধতির অন্বেষণ। সেজন্য সরকার 'ল্যান্ড, লেবার, লিকুইডিটি অ্যান্ড ল' – এই সবক'টিতে সমান জোর দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর যে পাঁচ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, সেটাও রণনৈতিক ঘোষণা ছিল। প্রথমদিন ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের সংস্কারের মাধ্যমে উৎপাদন এবং ভর্তুকিতে জোর দেন।

ইপিএফও-তে নথিভুক্তি বৃদ্ধি

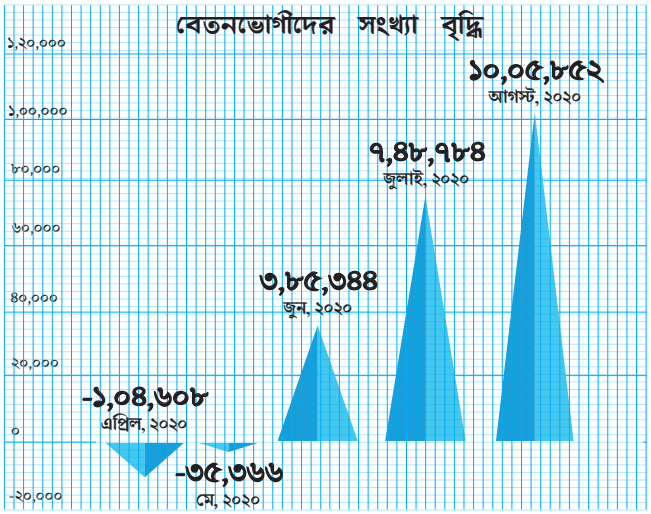

ইপিএফও আগস্ট মাসে নতুন নথিভুক্তিকরণের পরিসংখ্যান ১০.০৫ লক্ষে পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র সমস্ত নতুন অ্যাকাউন্টের। ইপিএফও ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া ৫০% হ্রাস পেয়েছে।২০২০ সালের প্রত্যেক মাসে গড়ে ৭ লক্ষ কর্মচারী নতুন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন।

এখনও পর্যন্ত সর্বনিম্ন বাণিজ্যিক লোকসান

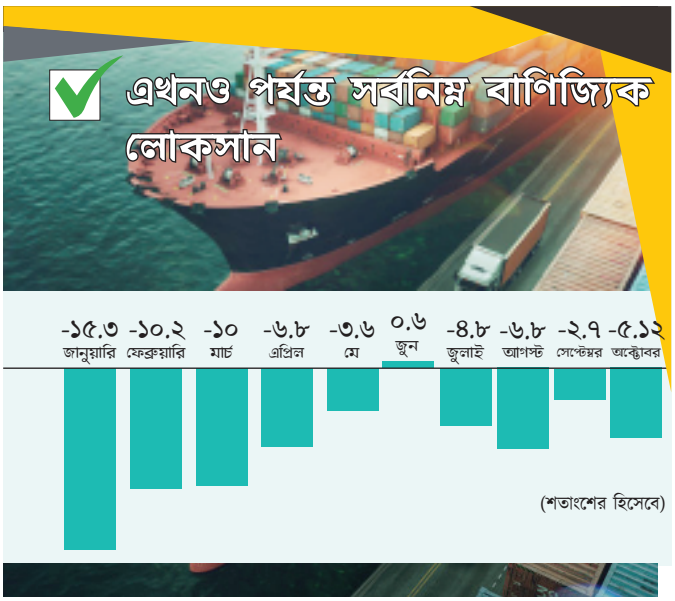

আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে উৎপাদনকে উৎসাহ যুগিয়েছে, আমদানি হ্রাস করে রপ্তানিকে উৎসাহ যুগিয়েছে। এর ফলে, বাণিজ্যিক লোকসান কমেছে।

শিল্পোৎপাদন গতিবিধি স্বাভাবিক হওয়ায় এবং কৃষি, বিদ্যুতের মতো গণ-উপযোগী ক্ষেত্রে ইতিবাচক বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃতীয় এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি উন্নয়নের হার আবার ইতিবাচক পরিসংখ্যানে পৌঁছাবে

দ্বিতীয় দিনে কৃষক, মজুর, ঠেলাওয়ালা, রেললাইনের দু'পাশে পসরা সাজিয়ে বসা মানুষ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আবাসনের উদ্যোগ ঘোষণা করেন।

তৃতীয় দিন কৃষি উৎপাদন এবং পশুধনের সুরক্ষায় প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। আর চতুর্থ দিনে দেশের মৌলিক কাঠামোকে গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছেন। যেখানে শেষ দিনে গ্রামীণ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে করোনা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিভাবে পরিবর্তন আনা হবে, সে সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা রয়েছে। অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী মোদী আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছতে সকল ক্ষেত্রের পরিকল্পনা আগে থেকেই রচনা করেছিলেন। তৃণমূলস্তরে জনগণকে খনিজ সম্পদ, জল, জঙ্গল এবং আকাশযাত্রার মতো প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আগে থেকেই রচনা করে রেখেছিলেন। এইসব সংস্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী কোনও তাৎক্ষণিক কিংবা চটজলদি সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি সুদূরদর্শী ভাবনার মাধ্যমে তৎকাল পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন। পরিস্থিতিকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। দরিদ্র জনগণকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ, গরীবদের জন ধন অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো, কৃষকদের সম্মান নিধির কিস্তি অগ্রিম পাঠানো, গ্রামের মধ্যেই প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ এবং জিএসটি সংগ্রহের মাধ্যমে এই সঙ্কেত পাওয়া গেছে যে অর্থনীতির চাকা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

পুনর্নির্মাণ ক্ষেত্র উন্নয়নের ইঞ্জিন হয়ে উঠছে

ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইঞ্জিনগুলির মধ্যে অন্যতম পুনর্নির্মাণ ক্ষেত্রটি। এই ক্ষেত্র উন্নয়নকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। জিডিপি-তে ১৫% অবদান এবং দেশের শ্রমজীবী জনসংখ্যায় ১২% অংশীদারিত্ব সম্পন্ন এই ক্ষেত্রটি প্রায় ২৫০টি শিল্পক্ষেত্রে অনেকগুণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে সরকার ভারতকে পুনর্নির্মাণের হাব করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে উৎপাদনের ১০টি ক্ষেত্রের জন্য প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উৎসাহ যোজনা (পিএলআই)-এর সূত্রপাত করেছে। এর লক্ষ্য স্থানীয় উৎপাদকদের দেশীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন করে তোলা। আর বিনিয়োগের জন্য ভারতকে বিশ্বের পছন্দের গন্তব্য করে তোলা। আত্মনির্ভর অভিযানের মাধ্যমে সরকারের এই উদ্যোগকে শিল্পজগতের মানুষেরা

শিল্প জগতের আশাতীত রোজগার

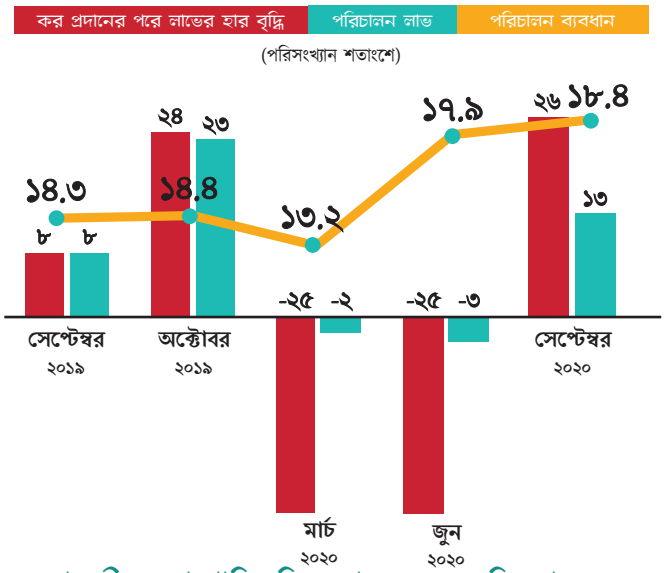

ভারতীয় কোম্পানিগুলির লাভ ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমান অনুসারে -২.১% অবনমনের কথা ছিল। অটোমোবাইলের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ এবং সিমেন্ট কোম্পানিগুলিরও অনেক লাভ হয়েছে

বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার রেকর্ড উচ্চতায়

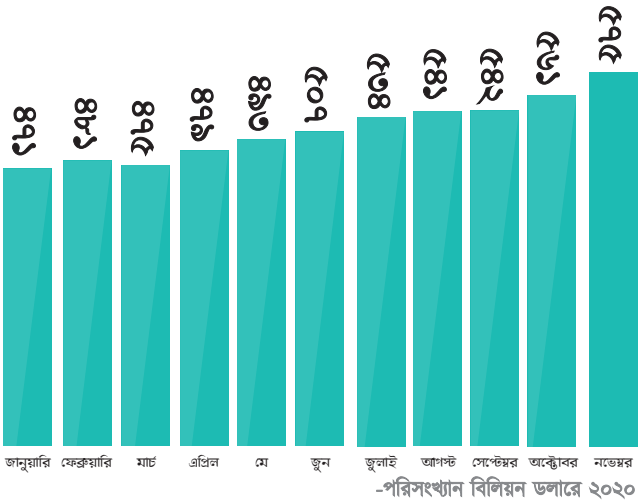

গত ২০ নভেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৫.২৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এই সপ্তাহে দেশের স্বর্ণ ভাণ্ডারও ১.৩২৮ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭.৫৮৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে

কৃষিক্ষেত্রে লাগাতার বৃদ্ধি

- কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি। করোনার সঙ্কটকালে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের প্রথম ছয় মাসে কৃষিজ সম্পদ রপ্তানিতে ৪৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে
- শুধু তাই নয়, দেশে এ বছর ২৯৮ মিলিয়ন টন শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে যা ২০১৮-১৯-এর ২৮৫.২১ মিলিয়ন টন আর গত বছরের ২৯১.৯৫ মিলিয়ন টন থেকে বেশি।
- ২০২০-২১ অর্থবর্ষের প্রথম দুটি ত্রৈমাসিকে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়েছে

বিদেশি বিনিয়োগে রেকর্ড বৃদ্ধি

- করোনা সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও ২০২০-২১-এর এপ্রিল-আগস্টে দেশে ২৭.১ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। এটি ২০১৯-২০-র একই সময়ের আসা ৩০.৩৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের তুলনায় ১৬% বেশি
- বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে এই সময়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে যা ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের প্রথম পাঁচ মাসে ৩১.৬০ বিলিয়ন ডলার ছিল
- ২০০৮-১৪ সময়কালে ২৩১.৩৭ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের তুলনায় ২০১৪-২০ সময়কালে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহে ৫৫% শতাংশ বৃদ্ধি

স্বাগত জানিয়েছেন। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিও কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছে ও স্বাগত জানিয়েছে।

শূন্য থেকে শিখরে অভিযান

এখন হয়তো আর কারোর সন্দেহ নেই যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে ভারতে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন হচ্ছে। ভারতের জন্য সবচাইতে বড় সাফল্য হল দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় উদাহরণ পিপিই কিট উৎপাদন। আগে ভারতে পিপিই কিট উৎপাদিত হত না কিন্তু করোনার প্রতিরোধে ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পিপিই কিট উৎপাদক দেশে পরিণত হয়েছে। এর আগে ২০১৬ সালে বিমুদ্রাকরণের মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়ার

ডিজিটাল অর্থ ব্যবস্থা

সততা-স্বচ্ছতার সংস্কৃতিকে উৎসাহদান

অর্থনীতির ক্ষেত্রে চার বছর আগে বিমুদ্রাকরণের ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এখন দেশের উন্নয়নের ভিত্তি হয়ে উঠেছে এবং কালো টাকার নিয়ন্ত্রণ জাতির উন্নয়নে মাইলফলক হয়ে উঠেছে। এর ফলে, দক্ষ পরিকাঠামো নির্মাণ এবং ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ইউপিআই) সুবিধাযুক্ত বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে।

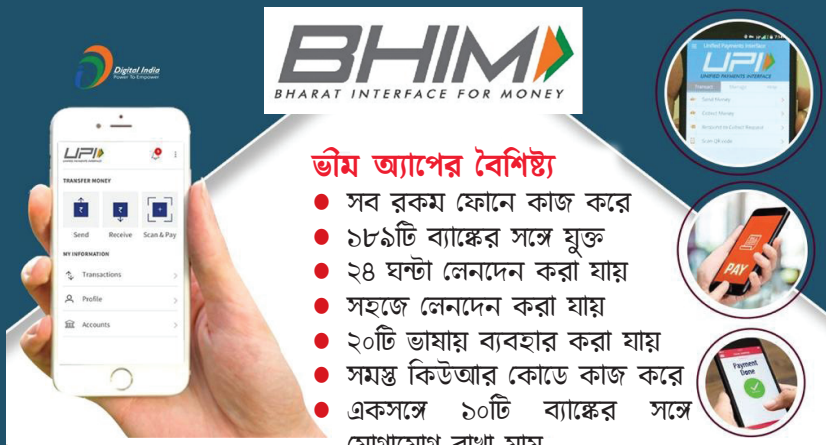

বিমুদ্রাকরণের পর সরকার ভীম অ্যাপকে ডিজিটাল লেনদেনের ভিত্তি করে তুলেছে। ফলস্বরূপ সারা দেশে ডিজিটাল লেনদেনের সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। করোনা অতিমারীর সময় ডিজিটাল লেনদেন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছিল। এথেকে প্রমাণিত হয় চার বছর আগে যে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল তা এখন দেশকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে সহায়তা করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন বলেন, "সমস্ত বিশ্ব এখন নগদহীন সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া আপনারা বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমেও আর্থিক লেনদেন করতে পারেন, জিনিস কিনতে পারেন, বিল চুকাতে পারেন। শুরুতে এই লেনদেন কঠিন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যখন অভ্যাসে পরিণত হবে তখন একে খুব সহজ মনে হবে।"

ভীম অ্যাপ : আপনার পকেটে নতুন ব্যাঙ্ক

ভীম অ্যাপ আপনার মোবাইল ফোনকে নতুন সম্পদের মর্যাদা প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাকার থেকে স্বাধীনতা দিবসের বক্তব্যে বলেন, "আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনলাইন ডিজিটাল লেনদেন কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভীম ইউপিআই অ্যাপের কথাই ধরুন না ..." যে কেউ একথা জেনে গর্ববোধ করবেন যে ইউপিআই তথা শুধু ভীম অ্যাপের মাধ্যমে এ বছর নভেম্বর মাসে ৩.৯ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। মানুষ কিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে গ্রহণ করেছেন, এটা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। শুধু নভেম্বর মাসেই ইউপিআই ভীম অ্যাপের মাধ্যমে ২২১ কোটি লেনদেন হয়েছে মোট ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। করোনার বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায় ভীম অ্যাপের মাধ্যমে লেনদেন ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলে আমাদের অর্থ ব্যবস্থাকে যেভাবে ক্যাশলেস করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, এখন সেই উদ্যোগের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। দেশকে ডিজিটাল অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে করোনাকালে ডিজিটাল লেনদেন রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে। এটা এই প্রবণতার সঙ্কেত যে মানুষ ডিজিটাল সংস্কৃতি স্বীকার করে নিয়েছে (বক্সে পড়ুন)।

দেশীয় উৎপাদনে প্রভূত বৃদ্ধি

ভারতবাসী তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে যা বিশ্ববাসীর জন্য এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। সবচাইতে বড় উদাহরণ হল, পিপিই কিট উৎপাদন। আগে ভারতে পিপিই উৎপাদনের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু করোনার সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে লকডাউনের সময় মাত্র দু'মাসের মধ্যে ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পিপিই কিট উৎপাদক দেশে পরিণত হয়েছে।

নিশ্চিতভাবেই ভারতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মানুষেরা রয়েছেন। সেজন্য অধিকাংশ দেশ এবং রেটিং এজেন্সিগুলি বলতে বাধ্য হচ্ছে যে কোভিড-উত্তর সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির শুধু পুনরুত্থান হবে না, এটি বিশ্বের দ্রুততম উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে পরিণত হবে। ■

“আমরা সতর্কতার সাথে আমাদের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আশাবাদী”

জান হ্যায় তো জহাঁ হ্যায় থেকে জান ভি অউর জহাঁ ভি – ভারত তার নাগরিকদের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে শুধু অনেক দূর এগিয়ে যায়নি, অর্থনীতির পুনরুদ্ধারেও সাফল্য পাচ্ছে। দেশের ১৩৭ কোটি জনসংখ্যা কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে অসাধারণ পরাক্রম দেখাচ্ছে যার প্রভাব অর্থনীতিতেও পড়েছে। অর্থনীতির এই পুনরুত্থান বিভিন্ন সূচকে পরিলক্ষিত হচ্ছে যা দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতৃত্বের যথাযথ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ কে ভি সুব্রহ্মনিয়ম নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পরামর্শদাতা সম্পাদক বিনোদ কুমার ও সন্তোষ কুমারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সহ অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। সংক্ষিপ্তসার :

প্রঃ কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে ভারতের প্রস্তুতি শুধু অনেক জীবন বাঁচায়নি, অর্থনীতিকেও নতুন শক্তি জুগিয়েছে। কিভাবে সরকারের পরিকল্পনাগুলি কার্যকর হয়েছে যার ফলে দেশকে একটি নতুন আশার পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে?

উঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশে মার্চ মাস নাগাদ কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করলে আমরা ১০২ বছর আগেকার স্প্যানিশ ফ্লু মহামারীর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদে পড়াশোনা করি। এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়, যে দেশগুলিতে যথাযথভাবে লকডাউন পালিত হয়েছে, সেখানে মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রবণতা দেখে আমাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রণকৌশল রচনায় সুবিধা হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকার ছিল আগে জীবন বাঁচাতে হবে, তারপর জিডিপি-র বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথাযথ বলেছেন, “জান হ্যায় তো জহাঁ হ্যায়।” জনগণ তাঁর নির্দেশ মেনে চলায় কোভিড প্রতিরোধ

প্রঃ প্রধানমন্ত্রীর দেশকে ৫ লক্ষ কোটি অর্থনীতির দেশ করে তোলার যে লক্ষ্য তার গুরুত্ব কী? কেউ চাইলে এতে কিভাবে অবদান রাখতে পারেন?

উঃ আমার মতে, এই উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে অনেক সংস্কার আনা হয়েছে। জনগণের জন্য কিছু সহজ নিয়ম মানলেই চলবে বিশেষ করে, কোভিড-১৯ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান করা এবং পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করা ও বারবার হাত ধোয়া সুনিশ্চিত করতে হবে। এই মহামারীর সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রভাবের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

এবং অর্থনীতির পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে ভারত দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে। জান ভি অউর জহাঁ ভি স্লোগানটি আনলক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। লকডাউনের সময় ইউ কে-র জিডিপি ২০% অবনমন হয়েছে যেখানে ভারতের জিডিপি ২৩.৯% অবনমন হয়েছিল। কিন্তু আনলক পর্যায়ে সবকিছু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে অত্যধিক পুনরুত্থান হচ্ছে। আমরা একটি 'ভি' আকারের পুনরুত্থান দেখতে পাচ্ছি।

প্রঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অর্থনৈতিক সংস্কার এবং দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসার সঙ্কল্পকে শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রশংসা করেছেন।এর কারণ কী?

উঃ কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ববর্তী সমস্ত মন্দা থেকে ভিন্ন। এটি চাহিদার ক্ষেত্রে ঋণাত্মক বৃদ্ধি হারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে যা সম্ভাব্য দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলেছে। এই প্রবণতা প্রতিহত করতে সরকার অনেকগুলি সংস্কার করেছে। যেমন শ্রম সংস্কার, কৃষি সংস্কার, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাগত সংস্কার এবং পিএলআই প্রকল্প। এগুলি প্রাথমিকভাবে দুটি কাজ করছে। প্রথমত, এগুলি দেশের অর্থনীতিকে অনেক বেশি সঠিক পথে নিয়ে আসতে সাহায্য করছে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি ২০১১-১২ সালের জব ডেটার সঙ্গে ২০১৭-১৮ সালের তথ্যের তুলনা করি, তাহলে দেখব যে অনিয়মিত কর্মীদের ক্ষেত্রে ৫% হ্রাস পেয়েছে আর বেতনভুক কর্মীদের ক্ষেত্রে ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাই অর্থনীতির পদ্ধতিগত উন্নয়নের সূচক। দ্বিতীয়ত, কৃষি ও নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। অর্থনীতিতে এই দুটি ক্ষেত্র বড় অবদান রাখছে।

প্রঃ বিমুদ্রাকরণের পর দেশের অর্থনীতি দ্রুত ডিজিটাল লেনদেন এবং নগদহীন লেনদেনের দিকে এগিয়ে চলেছে যা শক্তিশালী নতুন ভারতের ভিত্তি রচনা করছে। এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের পেছনে সরকারের মূল প্রেক্ষিত কী ছিল?

উঃ অর্থনীতির ডিজিটাইজেশন বিধিসম্মত ক্ষেত্রটিকে আরও দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করে। জন ধন, আধার ও মোবাইল (জেএএম) – এই তিনটির মাধ্যমে গড়ে তোলা যৌথ ব্যবস্থা কোভিড-১৯ সঙ্কটের সময়ে অনেক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে যা দেশবাসীকে আরও বেশি ডিজিটাইজেশনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রঃ ভীম অ্যাপের চার বছর পূর্ণ হচ্ছে, আর এই সময়ের মধ্যে বিশেষ করে করোনাকালে দেশে লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

উঃ ভারতে এখন সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা মাত্র একটি ক্লিকে গরীব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছে। জনগণও বাড়িতে বসে শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করে ডিজিটাল লেনদেন করছে। অতিমারীর সময় এই প্রবণতা অনেক সহায়ক হয়েছে।

প্রঃ সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনীতি একটি জটিল বিষয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অর্থনীতির আকার এবং ব্যবহার কিভাবে আলাদা? যাঁরা অর্থনীতির ভাষা জানেন না, সেই সাধারণ মানুষদের কাছে সহজ শব্দে এর লাভগুলি কিভাবে তুলে ধরবেন?

উঃ এ বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, সেখানে 'থালিনমিক্স'-এর কথা বলা হয়েছে। এক থালা খাবারের দাম কি হারে বেড়েছে তা দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির হার বোঝা যায়। একইভাবে, আমরা যখন চাকরির প্রসঙ্গে কথা বলি, সেখানে কতজন মানুষ চাকরি পেলেন, সেই সংখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই জিডিপি উন্নয়ন মানুষের কাজ এবং সেই কাজের মাধ্যমে আয়ের নিরিখে গণনা করা হয়। শতকরা বৃদ্ধি কিংবা ঘাটতির ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়। মাইক্রো ইকনমিক্সের বিশ্লেষণে এই দু-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রঃ ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত অভিযান কিভাবে সহায়ক হবে?

উঃ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছি। আমরা বিশ্বে পিপিই কিট উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছি। এই আত্মনির্ভরতা যে সক্ষমতার ফল সেটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ব্যক্তি, কোম্পানি বা দেশ যদি সক্ষম না হয়, তাহলে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে না। দ্বিতীয়ত,

প্রঃ প্রধানমন্ত্রী সব সময়েই বিপর্যয়কে সুযোগে পরিবর্তিত করার কথা বলেন। আপনি ভারতকে একটি অর্থনৈতিক মহাশক্তি হিসেবে কিভাবে দেখেন?

উঃ এই মহামারী প্রমাণ করেছে যে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তকে দেখার চেষ্টা করি। লকডাউন হওয়ার পর দেশের অর্থনীতিতে মন্দা এসেছিল, কারণ আমাদের অগ্রাধিকার ছিল জীবন রক্ষা করা। আমরা যদি মৃত্যু হারের দিকে তাকাই, ভারতে প্রতি লক্ষে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, যেখানে আমেরিকায় প্রতি লক্ষে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্পেন, ইতালি ও ইউ কে-র মৃত্যু হার ভারতের থেকে ১০ - ১২ গুণ বেশি। এই দূরদৃষ্টি ভারতকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। ভারত নৈতিক সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত ১৭.৫ শতাব্দী ধরে বিশ্বে অর্থনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই সময় বিশ্বের মোট জিডিপি-র ৩৩% ছিল ভারতের। অন্যদিকে, বিশ্ব জিডিপি-তে মাত্র ১৫-১৬% অবদান রেখেই আমেরিকা এখন বিশ্বের অর্থনৈতিক মহাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

আপনারা যদি আমাদের কোম্পানিগুলির উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবাকে ধরেন, সেগুলি দেশের রোজগার পিরামিডে ২০-৩০% অবদান রাখে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্র, যথা নিত্য ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা, যারা প্রত্যন্ত এলাকার জনগণের হাতেও পণ্য, যেমন শ্যাম্পু স্যাচে সরবরাহ করে। ১৩৭ কোটি জনসংখ্যা আমাদের একটি বিরাট শক্তি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে কোম্পানিগুলি এই বৃহৎ ক্রেতা গোষ্ঠীর কাছে তাদের পণ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারে।

প্রঃ আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম এবং মুডিজ রেটিং-এর প্রতিবেদন মহামারীর সময় আমাদের অর্থনীতিতে একটি বড় উন্নতির আভাস দিচ্ছে। এই সূচকগুলির সাহায্যে কেউ কিভাবে ভারতীয় অর্থনীতিকে বুঝতে পারবে?

উঃ আমরা আনলক পর্যায়ের কথা আলোচনা করেছি। এই পুনরুত্থানের কথাই এই এজেন্সিগুলির রেটিং-র প্রতিফলিত হয়েছে। আমি মনে করি, অনেক সময় গবেষক ও বিশ্লেষকরা সাম্প্রতিক তথ্য ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করেন। আর সুদূরপ্রসারী প্রবণতাকে ভুলে যান। কিন্তু এই রেটিংগুলি সত্যিই আমাদের জন্য সুসংবাদ বয়ে আনছে।

প্রঃ আইএমএফ তার প্রতিবেদনে বলেছে ২০৪০ সালের মধ্যে বিশ্বের উন্নয়নের হারে ভারতের অবদান হবে এক-তৃতীয়াংশ। এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উঃ আমি মনে করি সরকারের নীতি এবং সংস্কারগুলি ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধির আবহ সৃষ্টি করবে, আর আমরা নিশ্চিতভাবেই এই পূর্বানুমান বাস্তবায়িত করতে পারব।

প্রঃ করোনা সংক্রমণ এখনও বিলুপ্ত হয়নি। সরকারের নানা সংস্কারের কাজ চলছে। উন্নয়ন কি ত্বরান্বিত হবে নাকি আবার পতনের সম্ভাবনা আছে?

উঃ আমি সতর্ক থেকেও বলতে চাই যে তথ্যগুলি দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের আভাস দিচ্ছে। কিন্তু দেশে বিশেষ করে, উত্তর ভারতে শীতের প্রকোপ বাড়ছে। সেজন্য আমি জনগণের কাছে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাই যাতে করোনা সংক্রমণ বাড়তে না পারে। শুধু ব্যক্তির স্বার্থে নয়, দেশের উন্নয়নের স্বার্থেও এই সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি।

প্রঃ আমরা কবে জিডিপি-র ক্ষেত্রে ধনাত্মক দিকে পৌঁছতে পারব?

উঃ আমার অনুমান, আমরা তৃতীয় বা চতুর্থ ত্রয়োমাসিকের মধ্যেই পৌঁছতে পারব।

প্রঃ দেশের কৃষিক্ষেত্র ঋণাত্মক বৃদ্ধি হারের প্রভাব এড়াতে পেরেছে। কৃষিক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি সব সময়েই একটা চিন্তার বিষয়। সরকার ১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পরিকাঠামো তহবিল ঘোষণা করেছে। এটি কিভাবে কৃষকদের সাহায্য করবে?

উঃ কৃষিক্ষেত্র এতটা প্রভাবিত হয়নি কারণ সেখানে শারীরিক দূরত্ব নিয়ে ভাবতে হয় না। লকডাউন থাকা সত্ত্বেও সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। সেজন্য কৃষিক্ষেত্র সুফলদায়ক হয়েছে। সাম্প্রতিক সংস্কারগুলি বিশেষ করে, কৃষি আইন ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরি ভূমিকা পালন করবে। তাঁরা এখন যাকে খুশি উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবে। এক্ষেত্রে দেশের ৪০-৪৫% মানুষ কাজ করেন। এখানে কর্মসংস্থানের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। যথাযথ পরিকাঠামো ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। ১ লক্ষ কোটি টাকা পরিকাঠামো তহবিলের কারণে বিনিয়োগে ঘাটতি থাকবে না। এই পরিকাঠামো তহবিল কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ■

এক জাতি, এক নির্বাচন: ভারতের প্রয়োজন

৮০তম সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলন গুজরাটের কেভাডিয়াতে উচ্চতম স্ট্যাচু অফ ইউনিটির পদতলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে সংবিধানের মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরেছেন এবং 'এক জাতি এক নির্বাচন'-এর দীর্ঘকালীন চাহিদার কথা বলেছেন।

দেশের কোনও না কোন জায়গায় প্রতি মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় উন্নয়নের গতি প্রভাবিত হয়। ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর, ৭১তম সংবিধান দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক জাতি এক নির্বাচন'-এর দাবির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ৮০তম সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এক জাতি এক নির্বাচন' নিছকই একটি আলোচনার বিষয় নয়, এটি ভারতের প্রয়োজন। প্রত্যেক মাসে দেশের কোথাও না কোথাও নির্বাচন হয়। আপনারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে এই নির্বাচন উন্নয়নের ধারাকে স্তব্ধ করে দেয়। সেজন্য 'এক জাতি এক নির্বাচন' নিয়ে একটি ব্যাপক গবেষণা এবং দেশব্যাপী বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন।"

তিনি সমস্ত নির্বাচনের জন্য একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার ওপর জোর দেন। এখন বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভোটার তালিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা কেন এত টাকা এবং সময় নষ্ট করছি? এখন যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভোটারদের বয়স ১৮ বছর, তাই ভিন্ন ভোটার তালিকার কোনও প্রয়োজনই নেই।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ

সংবিধান সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিতে হবে। সংবিধান সম্পর্কে জনগণের

সংবিধান দিবসে মাল্টি-মিডিয়া প্রদর্শনী

সংবিধান দিবস উদযাপনের জন্য সরকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে সারা দেশে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে। গুজরাটের কেভাডিয়াতে সংবিধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনী উপস্থিত সাংসদ ও বিধায়কদের প্রশংসা আদায় করেছে। এই ১,৬০০ বর্গফুট মাল্টি-মিডিয়া প্রদর্শনে বৈদিক সময় থেকে ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের যাত্রাপথ, লিচ্ছবি গণতন্ত্র থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের নির্মাণ ক্রমানুসারে তুলে ধরা হয়েছে।

পার্লামেন্টারি মিউজিয়াম এবং আর্কাইভস-এর সহযোগিতায় ব্যুরো অফ আউটরিচ কমিউনিকেশন (বিওসি)-এর আয়োজনে ৮০তম সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলনে স্ট্যাচু অফ ইউনিটির পদতলে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে সময়ের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সংবিধানের রচনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংবিধান রচনার সময়ের বিভিন্ন ঘটনার বিরল থিম ফুটেজ, ডঃ বি আর আম্বেদকর, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো সংবিধান সভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের ভাষণ মুম্বাইয়ের ফিল্ম ডিভিশন অফ ইন্ডিয়ার আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ থেকে এনে দেখানো হয়েছে। এই প্রদর্শনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল রাজ্য বিধানসভাগুলি যেখানে একজন দর্শক দেশের বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা ভবনগুলির স্থাপত্য, সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য দেখতে পেয়েছেন। একটি প্লাজমা ডিসপ্লের মাধ্যমে দর্শকরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পাঠের সুযোগ পেয়েছেন। একটি ডিজিটাল ক্লিপবুক সংবিধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যার চিত্র তুলে ধরেছে। একটি ডিজিটাল টাচ দেওয়ালে দেশের বিভিন্ন জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। একটি ডিজিটাল স্ক্রিনে সংবিধান প্রণয়নের সময়ের ক্রম প্রদর্শিত হয়েছে। আরেকটি ডিসপ্লে ওয়ালে অন্যান্য দেশের সংবিধানের প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।

প্রদর্শনীতে সংবিধান রচনাকালের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিরল ফিল্ম ফুটেজ দেখানো হয়েছে

জ্ঞান বাড়লে সংবিধানের নিরাপত্তা বলয় আরও শক্তিশালী হবে।

- ১৩০ কোটি মানুষ সংবিধানের তিনটি স্তম্ভ – আইনসভা, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করেছেন। এই আস্থা বৃদ্ধি করতে নিয়মিত কাজ করে যেতে হবে।
- ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'নো ইওর কাস্টমার' বা কেওয়াইসি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ। আমরা সংবিধানের নিরাপত্তা বলয় শক্তিশালী করতে এই কেওয়াইসি শব্দবদ্ধটিকে 'নো ইয়র কনস্টিটিউশন' রূপেও ব্যবহার করতে পারি।
- আমরা ভারতের নাগরিক ভারতীয় সংবিধান নিজেদেরকেই প্রদান করেছি। সেজন্য সাধারণ নাগরিকরা যাতে সমস্ত আইনের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- গত ৬-৭ বছরে আইনসভা, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় উন্নত করতে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সমস্ত রাজ্য বিধানসভাগুলির তথ্যাবলি যোগ করে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম – ন্যাশনাল ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন – যথারীতি গড়ে তোলা হচ্ছে।
- গত কয়েক বছরে কয়েকশ' অকেজো আইন বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এমন কোনও ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি যেখানে পুরনো অকেজো আইনগুলি অবলীলায় বিলুপ্তির প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হবে।
- করোনা ভাইরাস অতিমারীর সময় সংসদের উভয় কক্ষ নির্ধারিত কার্যকালের অনেক বেশি সময় কাজ করেছে। ■

(প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণের জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন)

আটটি বাংলোকে পুনর্নির্মাণ করে সাংসদদের জন্য ৭৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ

নব-নির্বাচিত সাংসদদের জন্য দিল্লিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা। সাংসদদেরকে দীর্ঘকাল হোটেলে রাখতে হয় যা সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, আর সাংসদরাও এই ব্যবস্থা উপভোগ করেন না কিন্তু বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। ২০১৪ সালের পর এই সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্ব সহকারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

দিল্লিতে সংসদের কাছেই ডঃ বি ডি রোডে ৮০ বছরেরও বেশি পুরনো আটটি বাংলো ছিল। সেগুলিকে পুনর্নির্মাণ করে নতুন ভবনে ৭৬টি ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়। পরিবেশ সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই ফ্ল্যাটগুলিতে সৌরশক্তি এবং পয়ঃপ্রণালী পরিশোধন প্রকল্প ব্যবহার করে শক্তি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভবন নির্মাণে ফ্লাই-অ্যাশ দিয়ে তৈরি ইঁট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে থার্মাল ইনস্যুলেশন দেওয়া ডবল গ্লেজড জানালা রয়েছে। তাছাড়া, কম বিদ্যুতে চলে এমন এলইডি বাল্ব, আলো নিয়ন্ত্রণের জন্য অকুপেন্সি বেসড সেন্সর, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য ভিআরবি ব্যবস্থাযুক্ত এয়ার কন্ডিশনার এবং জল সংরক্ষণের জন্য লো ফ্লো ফিক্সচার, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ছাদের ওপর সোলার প্ল্যান্ট লাগানো হয়েছে।

এই ফ্ল্যাটগুলির নির্মাণ বরাদ্দ অর্থের তুলনায় ১৪% কম টাকায় সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কোভিড-১৯ সঙ্কটকালে কাজ শেষ হয়েছে। ২০২০ সালের ২৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ফ্ল্যাটগুলির উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বিশেষ বিশেষ অংশ :

- কয়েক শতাব্দী প্রাচীন সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে না গিয়ে সেগুলি সমাধান করা যায়।
- দিল্লির অনেক প্রকল্প অনেক বছর ধরে অসম্পূর্ণ রয়েছে আর শ্লথগতিতে কাজ চলছিল। আমাদের সময়ে শুরু হওয়া অনেক ভবন নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আম্বেদকর ন্যাশনাল মেমোরিয়াল, ডঃ আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের নতুন ভবন এবং দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে ইন্ডিয়া গেটের কাছে যুদ্ধ স্মারক নির্মাণ।
- করোনা ভাইরাসের সঙ্কটকালেও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে নতুন ব্যবস্থায় সংসদের অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে। দেশের কর্মসংস্কৃতি এবং প্রশাসনে নতুন দৃষ্টিকোণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
- আমি নিশ্চিত যে পরবর্তী লোকসভাও দেশকে নতুন দশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- আমাদের প্রকৃত সঙ্কল্প এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই আমরা কর্ম সম্পাদন করতে পারি। আজ আমাদের যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে আর রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়। ■

(প্রধানমন্ত্রীর পুরো ভাষণের জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন)

রাষ্ট্রপতির বই :
এক বিরল আত্মদর্শন

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের বইগুলিতে নতুন ভারতের ধারণার বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়েছে, যার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর রাষ্ট্রপতির দুটি বই আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছেন যার বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে দেওয়া হয়েছে

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সাহিত্যিক মানুষ। তাঁর সমস্ত বই, ভাষণ - প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায়। তাই যথার্থই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, "রাষ্ট্রপতির যে বই-ই হোক না কেন, সেখানেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর ২০২০-র ১৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনবছর মেয়াদ পূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির লেখা দুটি বইয়ের আবরণ উন্মোচন করেন। এই বই দুটি হল – 'দ্য রিপাবলিকান এথিক' সংখ্যা-৩ এবং 'লোকতন্ত্র

বইটি সম্পর্কে

দ্য রিপাবলিকান এথিক্স সংখ্যা-৩ বইটিতে রাষ্ট্রপতির ৫৭টি নির্বাচিত ভাষণ সংকলিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণে ন্যায়-বিচারের আদর্শ, সমতা, সর্বজনীন সৌভ্রার্তৃত্ব, সার্বিক অগ্রগতি এবং সমাজের অসুরক্ষিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি উদ্বেগের বিষয়গুলি প্রকাশ পেয়েছে। এই বইটিতে একবিংশ শতাব্দীতে এক প্রাণবন্ত ভারতের জন্য এবং একটি নিরাপদ ও সবুজ বিশ্ব গঠনে তাঁর দূরদৃষ্টিগুলি স্থান পেয়েছে। বইটিতে সংকলিত রাষ্ট্রপতির ভাষণ গুলিতে তাঁর বিশ্ববীক্ষা ও তিনি যে সব নীতি ও মূল্যবোধে আস্থা রাখেন, সেগুলির মমার্থ স্থান পেয়েছে।

কী স্বর' – এই বই দুটিতে তাঁর সুনির্দিষ্ট ভাষণের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এবং কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সারা দেশের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণগুলিতে নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই বইগুলি সমসাময়িক ভারতকে বোঝার ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রাসঙ্গিক থাকবে। এমনকি বইগুলিকে রেফারেন্স বুক হিসেবেও কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মতবিনিময় করলে তার প্রভাব

"রাষ্ট্রপতি একজন বড়ো মনের মানুষ, যিনি কথায় ও কাজে এক। এগুলি তাঁকে বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। রাজনীতির আঙিনায় এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা একরকম বলেন আর করেন তার বিপরীত। তাঁদের কথা ও কাজে কোনও মিল নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং"

মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়।রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, "রাষ্ট্রপতি একজন বড়ো মনের মানুষ, যিনি কথায় ও কাজে এক। এগুলি তাঁকে বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। রাজনীতির আঙিনায় এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা একরকম বলেন আর করেন তার উলটো। তাঁদের কথা ও কাজে কোনও মিল নেই। ।"

রাজনাথ সিং আরও বলেন, তাঁর ভাষণগুলির বিষয়বস্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই বেরিয়ে আসে। এই ভাষণগুলির প্রতিটি শব্দই তাঁর অন্তরাত্মার অভিব্যক্তির প্রকাশ। বইয়ের প্রত্যেক অংশে, প্রতিটি বিষয়ে আলোকপাতের সময় তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্তব্য, তাঁর অভিব্যক্তি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। 'দ্য রিপাবলিকান এথিক্স' তৃতীয় সংখ্যায় রাষ্ট্রপতির সেই সমস্ত সুনির্দিষ্ট কিছু ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপতি গৌতম বুদ্ধ, সন্ত কবীর, মহাত্মা গান্ধী, ডঃ বি আর আম্বেদকর এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় সহ একবিংশ শতাব্দীর আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি সিয়াচেনের মতো জায়গায় গিয়ে সেনাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন, যা সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতীক। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি একাধিক বিষয়ে অসংখ্য অনুপ্রেরণাদায়ক ভাষণ দিয়েছেন। এই বইটিতে কোভিডের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের কথাও প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে ভারত করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। ■

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর চোখে রাষ্ট্রপতি

একজন সংবেদনশীল রাষ্ট্রপতি

এক দরিদ্র পড়ুয়া বাই-সাইকেল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছিল। রাষ্ট্রপতি জানতে পেরেছিলেন যে দরিদ্র ওই পড়ুয়ার নিজের কোনও সাইকেল নেই। এরপর রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেকে পাঠান এবং একটি স্পোর্টস বাই-সাইকেল উপহার দেন। এথেকেই রাষ্ট্রপতির সংবেদনশীলতার প্রকাশ ঘটে যা থেকে তাঁর দরদি মনের প্রমাণ মেলে।

দরিদ্রদের প্রতি অঙ্গীকার

রাষ্ট্রপতি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। একজন দরিদ্র ব্যক্তি আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে আইনজীবীর সাহায্য নেওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না। সেই সময় রাষ্ট্রপতি দরিদ্র ওই ব্যক্তির মামলাটি গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁকে সুবিচার পেতেও সাহায্য করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি সর্বদাই বিচার ব্যবস্থায় সংস্কারের কথা বলে থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই বিচার ব্যবস্থায় সংশোধন করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট থেকে রায়দানের স্বীকৃত নথি হিন্দি ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় এখন সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। এর পেছনেও রাষ্ট্রপতির অবদান ছিল।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা

রাষ্ট্রপতি একটি বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন যেখানে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে দেশের প্রথম নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রপতি সেখানে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। এথেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সাধারণ মানুষ সর্বদাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি বিনয়ী থাকবেন এবং তাঁদের যথার্থ শ্রদ্ধা জানাবেন।

নতুন দিগন্তের পথে

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংযুক্তিকরণ, পরিকাঠামো বন্ডগুলিতে তহবিল জোগান এবং আর্থিক সচেতনতার ক্ষেত্রে সমঝোতা সাক্ষরের বিষয়গুলি এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে

সিদ্ধান্ত : ডিবিএস ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের ফলে প্রায় ২০ লক্ষ অ্যাকাউন্টধারী লাভবান হবেন।

সুবিধা :

- এই সিদ্ধান্তের ফলে ২০ লক্ষ আমানতকারীর স্বার্থ সুরক্ষিত হবে এবং আমানতকারীদের আর্থিক নিশ্চয়তা দেবে সংযুক্তির পর গড়ে ওঠা ব্যাঙ্কটি। লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ক ৩০ দিনের মোরাটোরিয়াম ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে।
- সমঝোতাপত্রে উল্লিখিত দিনটি থেকেই ডিবিএস ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ ঘটবে। এর ফলে টাকা তোলার আর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকবে না।
- এই সংযুক্তিকরণের ফলে প্রায় ৪ হাজার কর্মচারীর কাজের ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি হবে না। কর্মচারীরা আগের মতোই যেমন যে পদে যে শর্তে ছিলেন, তেমনই বজায় থাকবে।

সিদ্ধান্ত : এনআইআইএফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেট ফিনান্সিং প্ল্যাটফর্মে ৬ হাজার কোটি টাকার মূলধন জোগান

সুবিধা :

- মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আগামী পাঁচবছর ধরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে।
- এই মূলধন জোগানের ফলে পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পগুলিতে ব্যাঙ্কগুলির অতিরিক্ত ঋণ সহায়তাদানের বোঝা খানিকটা লাঘব হবে। এমনকি, নতুন গ্রিনফিল্ড প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে আরও সুবিধা বাড়বে।
- মনে করা হচ্ছে, ডেট প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থায় বন্ড বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়বে এবং এই ব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন একটি বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে কাজ করবে।

সিদ্ধান্ত : ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে সমঝোতাপত্র

সুবিধা :

- ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত পাঁচটি দেশের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে সহযোগিতার ফলে জ্ঞানের প্রসার ঘটবে এবং ক্রীড়া-বিজ্ঞান, ক্রীড়া-ঔষধি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মতো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের আদান-প্রদানে সুবিধা হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই মউ স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে আমাদের খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য আরও বৃদ্ধি পাবে।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে এই পাঁচটি দেশের মধ্যে সহযোগিতার ফলে সমস্ত ক্রীড়াবিদরাই তাঁদের জাতি, ধর্ম, অঞ্চল ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমানভাবে লাভবান হবেন।

সিদ্ধান্ত : ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) এবং নেদারল্যান্ডসের ভেরেনিজিং ভ্যান রেজিস্টার কন্ট্রোলার (ভিআরসি)-এর মধ্যে সমঝোতাপত্র

সুবিধা :

- দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সমঝোতা স্বাক্ষরের ফলে নেদারল্যান্ডস ও ভারতের মধ্যে অ্যাকাউন্টিং, ফিনান্সিয়াল ও অডিট নলেজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক লেনদেন বৃদ্ধি পাবে।
- ভারতীয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের জন্য এই সমঝোতার ফলে কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ বাড়বে।
- আইসিএআই-এর সদস্যরা একদিকে যেমন লাভবান হবেন, অন্যদিকে অ্যাকাউন্টিং ও অন্যান্য আর্থিক ক্ষেত্রে আরও কাজ করতে উৎসাহিত হবেন। ■

ইতিবাচকতা বিপর্যয়কে সুযোগে পরিণত করে

খড়গপুর আইআইটি-র একজন প্রাক্তনী একটি ব্যাটারি-চালিত মাস্ক বানিয়েছেন যা খেলোয়াড়রা খেলা এবং প্রশিক্ষণের সময় পরে থাকতে পারবেন। জম্মু-কাশ্মীরের এক ভদ্রমহিলা স্যানিটারি কিট সরবরাহ করছেন

করোনা ভাইরাস এবং পরিবেশ দূষণ রোধে ব্যাটারি-চালিত মাস্ক

করোনা ভাইরাস এবং পরিবেশ দূষণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চলছে। যেমন খড়গপুর আইআইটি এবং আইআইএম কলকাতার একজন প্রাক্তনী পীযূষ আগরওয়াল ব্যাটারি-চালিত মাস্ক উৎপাদন শুরু করেছেন। এই মাস্কের বৈশিষ্ট্য হল এতে দুটি ব্যাটারি-চালিত পাখা রয়েছে যা ব্যবহারকারীকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন জোগায়। এই ব্যাটারিগুলি ৩০ মিনিট ধরে চলে। এটি সরকারি সহযোগিতায় 'কবচ মাস্ক' প্রকল্পের ফসল। এই মাস্কের মূল্য ধার্য হয়েছে ৩ হাজার টাকা। পীযূষ বলেছেন, এতে দুটো পাখা লাগানো হয়েছে। একটি পাখা মাস্কের ভেতর অক্সিজেন সরবরাহ করে আর অন্যটি মাস্ক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাস্প বাইরে বের করে দেয়। সেজন্য এই মাস্কের ব্যবহারকারী নিয়মিত তাজা বাতাস পেতে থাকেন যার নাম রাখা হয়েছে 'ব্র্যান্ড মোক্ষ'। এই মাস্কটি স্বাস্থ্যকর্মী, স্যানিটেশন কর্মী এবং অন্যান্য কোভিড যোদ্ধাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে এবং কর্মীরা নতুন নতুন প্রযুক্তি শিখছে। ক্রীড়াবিদরা এই মাস্ক ব্যবহার করে আগামী বছরের অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই মাস্ক শুধুই করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদ রাখছে না, তাঁদের প্রস্তুতির জন্য সঠিক পরিবেশও গড়ে দিচ্ছে।

স্যানিটারি কিট বিতরণ উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে

সমাজের জন্য কিছু করার বিপুল বাসনা থেকে মানুষের মনে নতুন নতুন ভাবনার জন্ম হয়। জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ইরফানা এই ভাবনা থেকেই বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ শুরু করেছেন। মেন্সট্রুয়াল হাইজিন অভিযানের অংশ হিসেবে ইরফানা এই ন্যাপকিন বিতরণ করেন। কাশ্মীর উপত্যকার শ্রীনগর এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলির গণ-শৌচালয়ে তাঁর উদ্যোগে তরুণীদের জন্য 'ইভা সেফটি ডোর' নামক মেন্সট্রুয়াল ন্যাপকিন কিট বিতরণ প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছে। কোভিড-১৯ লকডাউনের সময়ও ইরফানা দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে এই ন্যাপকিন কিট বিতরণ জারি রেখেছিলেন। তিনি এখন পর্যন্ত শ্রীনগর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মোট ১৫টি গণ-শৌচালয়ে এই ন্যাপকিন কিট বিতরণ করে আসছেন। ইরফানার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমাজের জন্য সদর্থক কিছু করতে চাওয়ার ভাবনা থেকেই তিনি এই মেন্সট্রুয়াল ন্যাপকিন কিট বিতরণের কাজ শুরু করেছেন। এই মেন্সট্রুয়াল ন্যাপকিন কিটে মেন্সট্রুয়াল ন্যাপকিন ছাড়াও অ্যান্টি-স্প্যাজমোডিক্স আর হাত ধোয়ার সাবান থাকে। তাছাড়াও, এতে মেয়েদের জন্য প্যান্টি, বেবি ডায়াপার এবং স্যানিটাইজার থাকে। ■

নরেন্দ্র মোদী @narendramodi

২০১০ সালে সংবিধানের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরে আমরা সংবিধান গৌরব যাত্রার আয়োজন করেছিলাম। সংবিধানের একটি রেপ্লিকা হাতির পিঠে রাখা হয়েছিল আর সেই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছিল। আমিও সেই শোভাযাত্রায় হেঁটেছিলাম। এটা ছিল একটি অভিনব শ্রদ্ধার্ঘ্য।

রাজনাথ সিং @rajnathsingh

রাষ্ট্রপতিজির অনেক ভাষণ থেকে বোঝা যায় যে তিনি পাবলিক সার্ভিসকে একটি চূড়ান্ত ধর্ম বলে মনে করেন।তিনি তাঁর ভাষণগুলিতে ভারতীয় মূল্যবোধকেও খুব গুরুত্ব দেন, কারণ এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও অভাবনীয় প্রভাব ফেলেছে।

অমিত শাহ @amitshah

কোভিড-১৯ মোবাইল আরটি-পিসিআর গবেষণাগার দিল্লির জনগণের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। এটি @ICMRDELHI এবং স্পাইস হেলথ দ্বারা যৌথভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। মোদী সরকার দিল্লিতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিহত করতে দায়বদ্ধ। এই গবেষণাগারটি নিশ্চিতভাবেই দ্রুত চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

নীতিন গড়করি @nitin_gadkari

দৈর্ঘ্যে মোট ৫৫০ কিলোমিটার এবং মোট ৭,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মীয়মান এই মহাসড়কপথ রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করবে। উত্তরপ্রদেশের এই সড়ক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উন্নত সড়ক যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হবে। জনগণের সুবিধা বাড়বে এবং রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন গতিশীল হবে।

নির্মলা সীতারমণ @nsitharamanoffc

আজ @pmoindia উত্তরপ্রদেশের কাশী (তাঁর সংসদীয় এলাকা)-র পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেছেন।@narendramodi-জি সেখানে #FarmLaws2020 সংক্রান্ত বিষয়ে বলেছেন। ২০১৪ সালের আগে পাঁচ বছরে গম কেনার জন্য সরকার ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছে আর ২০১৪ সালের পর পাঁচ বছরে সরকার ৩ লক্ষ কোটি (দ্বিগুণ) টাকা খরচ করেছে।

পীযূষ গোয়েল @PiyushGoyal

কোভিড সংক্রমণ সত্ত্বেও গত এক বছরে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ দ্বিগুণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী @NarendraModi-জির সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতের পরিবেশ-বান্ধব আবহে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা ভারতকে বিনিয়োগের জন্য বেছে নিচ্ছেন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ১৪.০৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.১ বিলিয়ন ডলারে পরিণত হয়েছে।

PM Modi seeks to quell concerns on farm laws

Mann Ki Baat address highlights how new possibilities are being created for cultivators and shackles broken

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Sunday sought to dispel concerns about recently enacted farm laws that he said had opened up new opportunities for cultivators, in the backdrop of protests by farmers in Punjab and Haryana who have marched to the Capital.

"New dimensions are being added to agriculture and its related activities in India. The agriculture reforms in the past few days have also now opened new doors of possibilities for our farmers," Modi said in his monthly radio broadcast *Mann Ki Baat*.

The agriculture reforms in the past few days have also now opened new doors of possibilities for our farmers...These reforms have not only broken shackles of farmers but have also given new rights and opportunities for them. **Narendra Modi, Prime Minister**

met with Parliament having passed the three farm laws after rigorous brainstorming, Modi said.

opportunities for them. These rights started mitigating problems that were being faced by farmers in a short span of time," he said.

contentious laws approved by Parliament in September. The laws essentially change the way India's farmers do business by creating free markets, as opposed to a network of decades-old, government-controlled agricultural markets.

Together, the laws allow businesses to freely trade farm produce outside the so-called government-controlled "mandi system", permit private traders to stockpile large quantities of essential commodities for future sales, which earlier only government-approved agents could, and lay down new rules for contract farming.

Farmers say the reforms would make them vulnerable to exploitation by big corporations, erode their bargaining power and weaken the government's procurement system, whereby the government buys staples, such as wheat and rice, at guaranteed prices.

The Prime Minister cited the example of a Maharashtra-based farmer, Jitendra Bhoiji, who used the new law to recover money that was owed to him. After failing to get the

continued on →14

PM Modi hails new agri reforms amid ongoing farmers' agitation

PM assured that the govt was committed to farmers' welfare, even as protests continued for the third day

Gyan Varma
gyan.v@livemint.com
NEW DELHI

People should stay away from rumours and misconceptions, Prime Minister Narendra Modi said on Sunday about the ongoing protests by farmers of Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh. Modi also backed the recently passed farms laws and emphasised that they will not only strengthen the farmers across India, but also remove the challenges faced by them.

"The recently passed farm laws have created new possibilities for farmers and have opened new doors for farmers. The demands of the farmers that had continued for several decades have now been fulfilled. Most of the political parties have agreed to the demands of farmers at some point. The laws have been passed after detailed discussion in Parliament. The laws would help ...

People must stay away from rumours and misconceptions, said PM Modi in his monthly radio show, 'Mann Ki Baat'.

asked the agitating farmers to hold talks and resolve the issues through discussions. The farmers of Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh are protesting since ...

Kaur Badal, former Union minister and senior leader of Shiromani Akali Dal (SAD), resigned from the post, and SAD walked out of the ...

ernment has increased because all political parties of Punjab, including the ruling Congress, SAD and the Aam Aadmi Party, have supported farmer unions, while only the BJP has maintained that the new laws will benefit farmers.

"People should know how Jiten-...

The total amount agreed at was ₹3.32 lakh. He got ₹25,000 in advance. It was agreed that he will get the remaining amount in 15 days but he did not get the payment. Under the new law, it is mandatory to pay within three days. If payment is not made, the farmer can lodge a complaint. He filed complaint and got his dues within a few days. Whatever may be the field, correct knowledge is an added strength for everyone," said Modi.

Defence minister Rajnath Singh, home minister Amit Shah, and Union minister for agriculture and farmer welfare Narendra Singh Tomar repeatedly appealed to farmers to hold talks. However, some opposition-ruled states are in the process of making laws to nullify the central farm laws.

After Modi's radio broadcast, Congress chief spokesperson Randeep Singh Surjewala said: "Today, the Prime Minister of the country, while insulting the agitating farmers throughout the country, justified the anti-agriculture black laws. When the Prime Minister, instead of listening to 62 crore farmers, justifies the three anti-farming black laws of the capitalists, then who will give justice?"

Surjewala added that the Con-...

RISING CONCERNS

MODI emphasised ...

FARMERS of Punjab, Haryana, western UP ... been protesting ...

SOME Opposition-ruled states are in the process of making laws to nullify the ... farm laws.

Modi & UK PM discuss joint efforts to develop Covid vax

Times News Network

New Delhi: PM Narendra Modi spoke to his UK counterpart Boris Johnson on Friday to review bilateral cooperation on a range of issues, including climate change and Covid-19.

The two leaders discussed joint efforts to find treatment and vaccine for coronavirus, and welcomed the collaboration between leading scientists from India and the UK.

According to a Downing ...

BOOSTING TIES

the UK to finalise its own Indo-Pacific strategy' soon. During his recent visit to London, foreign secretary Harsh Shringla had expressed hope that the UK's ...

in all areas — trade and investment, defence and security, climate change, and fighting Covid-19," Modi tweeted.

Johnson said 2021 would be a year to deepen and strengthen the UK-India relationship. "They looked forward to next month's Climate Ambition Summit, which will be an opportunity to reinvigorate the global efforts against climate change ahead of the UK-hosted COP26 ...

Varanasi to get back stolen Annapurna statue: Modi

Lucknow: Prime Minister Narendra Modi announced in his *Mann ki Baat* programme on Sunday that a statue of Goddess Annapurna, which was stolen from a temple in Varanasi in 1913, will be returned to the holy city soon.

The statue, which was smuggled out of the country, was recently brought back from Canada. Modi said Goddess Annapurna has a very special relation with Kashi and bringing back the statue is a happy occasion. He added that several of such invaluable items have brought back from foreign countries in recent years

PM to review vaccine work at Zydus, Serum and Bharat Biotech facilities

PRESS TRUST OF INDIA
Ahmedabad/Pune/ Hyderabad, November 27

PRIME MINISTER NARENDRA Modi will visit Pune, Ahmedabad and Hyderabad on Saturday to review coronavirus vaccine development work at facilities there, the Prime Minister's Office (PMO) said.

"Tomorrow, PM @narendramodi will embark on a 3 city visit to personally review the vaccine development & manufacturing process. He will visit the Zydus Biotech Park in Ahmedabad, Bharat Biotech in Hyderabad & Serum Institute of India in Pune," the PMO tweeted. "As India enters a decisive phase of

PM Modi will visit the Zydus Biotech Park in Ahmedabad, Bharat Biotech in Hyderabad & Serum Institute of India in Pune

date ZyCoV-D was over and it has com-

'India to offer incentives for solar modules'

ENS ECONOMIC BUREAU
NEW DELHI, NOVEMBER 26

DEMAND FOR domestic solar cells and modules will grow to around 36 giga-watt (GW) in the next three years, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, underscoring the need for India to be a global manufacturing hub for

Prime Minister Narendra Modi

renewable energy. Incentives would be given for local production of these products, he said.

Modi said, as per a *PTI* report after the success of Production Linked Incentives in electronics manufacturing, "we have decided to give similar incentives to high-efficiency solar modules". He was addressing the third edition of RE-Invest, an annual renewable energy investor meet. **FE WITH PTI**

Farm laws have given new rights, opportunities to farmers: PM

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Amid ongoing protests by a section of farmers against new farm laws, Prime Minister Narendra Modi on Sunday asserted that these agriculture reforms have not only freed peasants from various shackles but have also bestowed on them new rights and opportunities.

Addressing his monthly Mann Ki Baat radio programme, Modi said the recent agriculture reforms have begun mitigating the troubles of farmers in a short span of time as he cited the example of a Maharashtra farmer who used the provisions of the new laws to get the money promised to him by a trader.

"Since ages, these demands of farmers which at one point of time or the other all political parties had promised to them, have now been fulfilled. After deep deliberations, Parliament recently passed farm reform laws," he said.

"These reforms have not only freed the farmers from various shackles, but have also given them new rights and opportunities. In such a short span of time, these rights have started reducing the problems of farmers," he said.

PM to take stock of vax work in 3 cities

Prime Minister Narendra Modi will be flying into Hyderabad, Ahmedabad and Pune on Saturday to take stock of Covid-19 vaccine development work at facilities there.

While in Hyderabad, the PM will visit vaccine maker Bharat Biotech's facilities, where work on the development of India's first indigenous Covid-19 vaccine, Covaxin, is under way, he will drop in at the facilities of Zydus Cadila in Ahmedabad, where ZyCoV-D is under development, and the Serum Institute of India (SII) facilities in Pune, where the AstraZeneca-Oxford vaccine will be manufactured.

After visiting Ahmedabad and Pune, Modi will be arriving in Hyderabad at Hakimpet air force station in the afternoon and will head straight to the Bharat Biotech facility at Genome Valley.

Telangana government sources confirmed that Modi will spend an hour at the plant to understand the vaccine development process and preparedness for its rollout once ready. He will fly back to Delhi around 5.30pm. TNN

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
December: 16-31, 2020

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825 Delhi Postal License No DL (S)-1/3548/2020-22
WPP No U(S)-96/2020-22 posting at BPC, MEGHDOOT BHAWAN, New Delhi-110 001.
On 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date December 05, 2020, Pages-40)

যত বাধা আসে আসুক, প্রলয়ের ঘনঘটা ঘিরে ধরুক,
পায়ের নিচে জ্বলন্ত অঙ্গার, মাথার উপর যদি বর্ষে লাভা,
নিজের দু'হাতে হাসতে হাসতে, আগুন লাগিয়ে জ্বলতে হবে
পা মিলিয়ে চলতে হবে।

অটলবিহারী বাজপেয়ী

(অটলবিহারী বাজপেয়ী)

Bengali

Editor: **Kuldeep Singh Dhatwalia**, Principal Director General, PIB, New Delhi

Published & Printed by: Satyendra Prakash, Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Viba Press Pvt Ltd. C-66/3, Okhla Ind Area Phase-II, New Delhi 20